বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>071 >> 03 Poush 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৭১ >> << ০৩রা, পৌষ ১৪৩০>>

ফ্রান্সে পাশ বিতর্কিত অভিবাসন বিল

সার্বিয়া ঃ অতি দক্ষিণপন্থিদের ভোট ছাড়াই ফরাসি পার্লামেন্টে এই বিল পাশ হয়েছে। এর ফলে অভিবাসন আইন আগের চেয়ে অনেক কড়া হলো। ফ্রান্সের অভিবাসন আইন আগের চেয়ে কয়েক গুণ কঠিন হলো। মঙ্গলবার যে শরণার্থী বিল পার্লামেন্টে পাশ হয়েছে, সেখানে অভিবাসন সংক্রান্ত নিয়ম অনেক বেশি কড়া হয়েছে। এমনকী ছাড় দেওয়া হয়নি শিশুদেরও। এই বিল নিয়ে আলোচনার সময় প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ নিজের দলের ভিতরেই সমালোচিত হয়েছিলেন। বরং তিনি সাহায্য পেয়েছিলেন অতি দক্ষিণপন্থিদের কাছ থেকে। যা নিয়ে মাক্রোঁ খুব খুশি ছিলেন না। কিন্তু শেষপর্যন্ত পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে বিলটি পাশ করানোর সময় অতি দক্ষিণপন্থিদের সমর্থন প্রয়োজন হয়নি মাক্রোঁর। তার নিজের দল পাশে দাঁড়িয়েছে। ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও মঙ্গলবার আনন্দ প্রকাশ করেছেন। আইনটি নিয়ে পার্লামেন্টে তীব্র বিতর্কের আশঙ্কা করেছিলেন তিনি। এবং শেষ পর্যন্ত অতি দক্ষিণপন্থিদের সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছিলেন তিনিও। মঙ্গলবার দৃশ্যত খুশি দেখিয়েছে তাকে। আইনটির খসড়া পার্লামেন্টেএকাধিকবার বদলেছে। বামপন্থিদের বক্তব্য, অতি দক্ষিণপন্থিদের চাপে বিলটি বার বার বদলানো হয়েছে। শরণার্থীরা রেসিডেন্সি পারমিট আগে যত সহজে এবং দ্রুত পেতেন, নতুন আইনে তা আর পাওয়া যাবে না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো দেশ থেকে আশা শরণার্থীর জন্য বহু নিয়ম এখনো আগের মতোই থাকবে।

বাজার দর

SENSEX : 70506.31 -930.88
NIFTY : 21150.15 -302.95

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
22.00 °c	08.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .07 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .25 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সংসদ থেকে তিন দিনে ১৪১ বিরোধী সাংসদ সাসপেন্ড

নয়া দিল্লি ঃ সোমবার লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে ৭৮ জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়। ১৪ তারিখ করা হয়েছিল ১৪ জনকে। মঙ্গলবার ৪৯ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হলো। সবমিলিয়ে তিন দিনে সাসপেন্ড হলেন.১৪১ জন বিরোধী সাংসদ। লোকসভায় লাফিয়ে পড়ে রঙিন গ্যাস ছড়ানো নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতি দাবি করছিলেন বিরোধী সাংসদরা। তারা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান ও স্লোগান দেন, প্রবল হইহট্টগোল হয়। তারপরই তাদের সাসপেন্ড করা হয়। তিন দিনে রেকর্ড সংখ্যক সাংসদকে সাসপেন্ড করা হলো। লোকসভা কার্যত বিরোধীশূন্য হয়ে পড়লো। সংসদীয়মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বলেছেন, বিরোধীরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ না দেখানো, প্ল্যাকার্ড না নিয়ে আসা, স্লোগান না দেয়া নিয়ে একমত হয়েছিলেন। তারা এখন সেটাই করছেন। তাই তাদের সাসপেন্ড না করে কোনো উপায় ছিল না। আর বিরোধীরা বলছেন, সংসদ যখন চলছে, তখন সেখানে কিছু না বলে বাইরে কথা বলছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি কেন সংসদে এই নিয়ে কথা বলবেন না? মঙ্গলবার লোকসভা থেকে অন্ততপক্ষে ৪৯ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়। তার মধ্যে শশী থারুর, মালা রায়, মনীশ তিওয়ারি, কার্তি চিদম্বরম, সুপ্রিয়া সুলে, ফারুক আবদুল্লা, ডিম্পল যাদব, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়রা আছেন। মঙ্গলবার বিরোধী দলগুলির ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক আছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ডাকা বৈঠকে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিরোধী নেতারা যোগ দেবেন। সেখানে আগামী লোকসভা নির্বাচনে একসঙ্গে লড়াই করা, আসন সমঝোতা নিয়ে যেমন কথা হবে, তেমনই আলোচনা হবে সংসদ থেকে এতজন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করে দেয়া নিয়েও। সম্প্রতি দর্শক গ্যালারি থেকে দুইজন লোকসভায় লাফিয়ে নেমে পড়ে। তারা লোকসভায় রঙিন গ্যাস ছড়িয়ে দেয়। বিরোধীদের বক্তব্য, সংসদ যে সুরক্ষিত নয়, তা আবার প্রমাণিত হলো। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিবৃতি দিতে হবে। লোকসভায় কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্য, তারা সংসদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছিলেন। তিনি বাইরে অনেক কথা বললেও সংসদে কিছুই বলছেন না। বিরোধী প্রশ্ন তুললেই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বিরোধী সাংসদরা প্রতিবাদ দেখাতে লোকসভা ও রাজ্যসভার ওয়েলে নেমে পড়েছিলেন। স্লোগান দিচ্ছিলেন। এই ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী স্পিকার বা চেয়ারম্যান ব্যবস্থা নিতেই পারেন। তারা সেইমতো ব্যবস্থা নিয়েছেন। তবে সচরাচর এতজন বিরোদী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয় না। বৃহস্পতিবার লোকসভায় ১৩ জন সাংসদ ও রাজ্যসভায় ডেরেক ওব্রায়েনকে সসপেন্ড করা হয়। সোমবার করা হয় ৭৮ জনকে। এর মধ্যে অধীররঞ্জন চৌধুরী, কল্যাণ চৌধুরী, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, প্রসূণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, শতাব্দী রায়, টি আর বালু, এ রাজা, দয়ানিধি মারানরা আছেন। লোকসভা থেকে সুখেন্দু শেখর রায়, নাদিমুল হক, জয়রাম রমেশদের সাসপেন্ড করা হয়।

মমতামোদী সাক্ষাৎ, রাজ্যের জন্য কমিটি

কলকাতা ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের পাওনা টাকা নিয়ে কমিটি করার আশ্বাস মোদীর।

দলের ১১ জন সাংসদকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ২০ মিনিট ধরে নতুন সংসদ ভবনে এই বৈঠক হয়।

বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে রাজ্যের পাওনা এক লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা দ্রুত চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''আমরা একশ দিনের কাজের টাকা পাচ্ছি না। এই টাকা কালবিলম্ব না করে দিতে হবে। কারণ মানুষ কাজ করেছে। কিন্তু টাকা পাচ্ছে না। আবাস যোজনা, স্বাস্থ্য মিশনের টাকাও আমরা পাচ্ছি না।''

মমতার দাবি, ''১৫৭টা টিম কেন্দ্রের তরফ থেকে গিয়েছিল। তারা যা জানতে চেয়েছে, জানানো হয়েছে। তারপরেও আমরা টাকা পাইনি।''

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ''প্রধানমন্ত্রী সব মন দিয়ে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের অফিসারদের নিয়ে একটা কমিটি করা হবে। তারা পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে। তারপরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।''

মমতার বক্তব্য, ''আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি, আমাদের কোনো ভুল হলে বলুন। কিন্তু গরিবদের টাকা আটকে রাখবেন না। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা টাইম লাইনের কথা বলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি এই বিষয়ে পরে জানাবেন।'' মুখ্যমন্ত্রী এটাও বলেছেন, ''এই নিয়ে তিনি চতুর্থবার রাজ্যের বকেয়া অর্থের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন।''

নবান্নে শুভেন্দু

মমতা যখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করছেন, তখন রাজ্যের সচিবালয় নবান্নে চলে যান বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বিজেপির কয়েকজন বিধায়ককে নিয়ে ভিজিটার্স রুমে গিয়ে বসেন। তাদের হাতে পোস্টার ছিল। সেখানে লেখা ছিল, মোদী ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের জন্য বরাাদ্দ অনেকটাই বাড়িয়েছেন। কোন খাতে কত বেড়েছে সেটাও পোস্টারে উল্লেখ করা ছিল।

বাভারিয়ায় সরকারি ভবনে ক্রস লাগানো যাবে

বার্লিন ঃ রক্ষণশীল ক্রিশ্চানরা বাভারিয়ায় যখন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন প্রবল বিতর্ক হয়। এখন আদালত এই সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় দিল।

বাভারিয়ায় সরকারি প্রশাসনিক ভবনে ঢোকার মুখে ক্রস লাগানো থাকবে। জার্মানির সর্বোচ্চ আদালত এই রায় দিয়েছে। ২০১৮ সালে ক্রিশ্চান সোশ্যাল ইউনিয়ন(সিএসইউ) নেতা ও বাভারিয়ার সেসময়কার প্রশাসনিক প্রধান সব সরকারি ভবনে এই ক্রস লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। তার যুক্তি ছিল, এর ফলে বাভারিয়ার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্রের প্রতিফলন ঘটবে। অ্যাসোসিয়েশন ফর ফ্রি থিংকিং নামে একটি সংস্থা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যায়। তাদের দাবি ছিল, রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে ফারাক রাখতে হবে এবং চার্চ যে সব সুবিধা পায় তা বন্ধ করতে হবে। তাদের যুক্তি ছিল, এই সিদ্ধান্তের ফলে মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়েছে এবং ধর্মীয় বিষয়ে রাজ্যের নিরপেক্ষ থাকার নীতিও মানা হচ্ছে না।

আদালত জানিয়েছে, ''এটা নিছক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। এর কোনো আইনি প্রতিক্রিয়া নেই। এই সিদ্ধান্ত কারো কোনো অধিকারও ভঙ্গ করছে না।'' আদালত জানিয়েছে, ''কোনো সন্দেহ নেই ক্রস হলো ক্রিশ্চানদের বিশ্বাসের একটা প্রতীক। কিন্তু যারা এই ভবনে আসবেন, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে তা আঘাত করবে না। এর কোনো আইনি প্রতিক্রিয়া নেই।'' এই সিদ্ধান্ত যিনি নিয়েছিলেন, সেই মার্কাস সোডার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, ''ক্রস হলো ক্রিশ্চানদের এবং বাভারিয়ার সংস্কৃতির প্রতীক। এটা বাভারিয়ার অঙ্গ।''

জোটের নেতা হিসাবে খাড়গের নাম কেন বললেন মমতা?

নয়া দিল্লি ঃ বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোটের প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হিসাবে খাড়গের নাম প্রস্তাব করেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাঝেমধ্যেই রাজনৈতিক চমক দিতে পছন্দ করেন। মঙ্গলবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেও তিনি এই চমক দিয়েছেন। তিনি বৈঠকে ২৮ দলের ইন্ডিয়া জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম প্রস্তাব করেন। মমতার যুক্তি ছিল, খাড়গে একজন অভিজ্ঞ নেতা। তিনি অনগ্রসর শ্রেণি থেকে উঠে এসেছেন। তাই তাকেই জোটের মুখ করে লড়ুক ইন্ডিয়া। মমতার এই প্রস্তাব সমর্থন করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি বৈঠকে বলেন, খাড়গের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোট ভোটে লড়লে তার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু অন্য দলের নেতারা বিরোধিতা না করলেও তেমন উৎসাহও দেখায়নি।

তবে এই প্রস্তাবে জল ঢেলে দেন খাড়গে নিজেই। তিনি বলেন, আগে জোট জিতুক, তারপর প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, তা ঠিক করা যাবে। তিনি এই পদের জন্য উৎসাহিত নন। খাড়গে বলেছেন, তিনি গরিব মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতিতে এসেছেন। আগেভাগে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে হইচই করার কোনো দরকার নেই। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে খাড়গে বলেছেন, ''আমরা বিজেপিকে হারাতে বদ্ধপরিকর। আমরা আগে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে চাই। যদি পাই, তাহলে সাংসদরাই ঠিক করবেন কে প্রধানমন্ত্রী হবেন। আগে জোট জিতুক। তারপর তা ঠিক করা যাবে। এমপি না থাকলে প্রধানমন্ত্রীর কথা বলা অর্থহীন। আমরা আগে একজোট হয়ে জিততে চাই।''

মমতা কেন প্রস্তাব দিলেন?

এতদিন মমতা বলেছেন, জোট জিতলে তবেই প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, তা ঠিক করা হবে। আগে থেকে কাউকে সামনে রেখে লড়া হবে না। সেই মমতাই কেন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে খাড়গের নাম প্রস্তাব করলেন? পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির মুখপাত্র প্রশ্ন করেছেন, তৃণমূলের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই জোটের মুখ ও প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করা উচিত। তারপর কি এমন হলো, যাতে তিনি খাড়গের নাম প্রস্তাব করলেন?

কংগ্রেস নেতা ও রাজ্যের সাবেক বিরোধী নেতা আব্দুল মান্নান ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''মমতার আসল উদ্দেশ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে ঝগড়া লাগানো। তাই তিনি এরকম প্রস্তাব করেছেন।''

প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র জানিয়েছেন, ''এর পিছনে দুইটি কারণ থাকতে পারে। খাড়গে দলিত নেতা। একজন দলিতকে প্রধানমন্ত্রী করার কথা বলে মমতা তাদের মন জয় করার চেষ্টা করচেন। বিশেষ করে মমতার লক্ষ্য থাকতে পারে মতুয়া ভোট। যে ভোটের একটা বড় অংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকে আছে।'' শুভাশিসের মতে, দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, ''রাহুল গান্ধীর নাম যাতে না আসে সেটা নিশ্চিত করা। খাড়গের নাম এলে রাহুল বা গান্ধী পরিবারের কেউ তার বিরোধিতা করতে পারবে না।''

সাংবাদিক আশিস গুপ্ত ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''বিজেপি সবসময় রাহুলকে আক্রমণ করে। রাহুলই তাদের মাথাব্যথার কারণ। সেই রাহুলকে রুখতেই এভাবে খাড়গের নাম প্রস্তাব করা হতে পারে।''

জোটের সিদ্ধান্ত

বৈঠকে ঠিক হয়েছে, ডিসেম্বরের মধ্যেই আসন সমঝোতার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। রাজ্য নেতারা এই কাজটা করবেন। কংগ্রেস জোটের আসন সমঝোতার বিষয়টি দেখার জন্য একটি কমিটি করে দিয়েছে। সেই কমিটিতে দুই সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অশোক গহলোত ও ভূপেশ বাঘেলকে রাখা হয়েছে। কমিটির প্রধান করা হয়েছে মুকুল ওয়াসনিককে। কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নেতাদেরও দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছে। সেখানে তাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে আসন সমঝোতার বিষয়টি নিয়ে কথা হবে। এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাহুল গান্ধীর বিষয়টি নিয়ে একদফা কথা হয়েছে। তবে প্রদীপ ভট্টাচার্য, আব্দুল মান্নানের মতো নেতারা শারীরিক কারণে সম্ভবত দিল্লি আসবেন না। এমনিতে রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের একটা বড় অংশ এই জোটের পক্ষে নন। মমতা একদিন আগেই বলেছেন, রাজ্যে কংগ্রেস মাত্র দুইটি আসনে গত লোকসভা নির্বাচনে জিতেছিল। তিনি যে কংগ্রেসকে খুব বেশি আসন ছাড়বেন না, সেটাও স্পষ্ট। এছাড়া ঠিক হয়েছে, আগামী ২২ ডিসেম্বর সংসদ থেকে ১৫১ জন সাংসদকে বহিষ্কার করার বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে ইন্ডিয়া জোট বিক্ষোভ দেখাবে।

অনিশ্চয়তা

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন মঙ্গলবারই ইউক্রেন যুদ্ধে জয়ের অঙ্গীকার করেন

দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও আশার আলো দেখাচ্ছেন জেলেনস্কি

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী)ঃ সামরিক সাফল্যের অভাব ও পশ্চিমা বিশ্বের সহায়তা নিয়ে অনিশ্চয়তার উল্লেখ করেও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট এখনো ইতিবাচক মনোভাব দেখাচ্ছেন। তবে যুদ্ধের অবসান সম্পর্কে তিনিও কিছু বলতে পারছেন না।

প্রায় দুই বছর ধরে রাশিয়ার হামলার মুখে ইউক্রেন যে সমস্যার মুখে পড়েছে, প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি এক সংবাদ সম্মেলনে তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরলেন। তিনি স্বীকার করলেন যে, যুদ্ধ বন্ধ হবার কোনো লক্ষণ এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না। রুশ হানাদার বাহিনীকে দেশছাড়া করতে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী কনস্ক্রিপশনের মাধ্যমে আরো পাঁচ লাখ সৈন্য নিয়োগের অনুরোধ করলেও জেলেনস্কি আপাতত সেই পদক্ষেপ নিচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে তেমন সাফল্যের মুখ না দেখলেও ইউক্রেনের সেনাবাহিনী রুশ বাহিনীকে আর অন্তত অগ্রসর হতে দেয়নি। পশ্চিমা বিশ্ব থেকে বিশাল সামরিক ও আর্থিক সহায়তা সেই প্রতিরোধ অনেকটাই সম্ভব করেছে বলে সামরিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। কিন্তু অ্যামেরিকা ও ইউরোপ আরো কতকাল এমন সহায়তা দিয়ে যাবে, সে বিষয়ে সংশয় বাড়ছে। জেলেনস্কি স্বয়ং ওয়াশিংটনে গিয়ে ৬,০০০ কোটি ডলার অঙ্কের প্রস্তাবিত মার্কিন সহায়তা সম্পর্কে সংসদের আপত্তি দূর করতে পারেননি। হাঙ্গেরির আপত্তির কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রায় ৫,০০০ কোটি ইউরো অংকের সহায়তাও আপাতত আটকে রয়েছে। জেলেনস্কি হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ওরবানের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর আপত্তি দূর করার চেষ্টা করতে চান। মার্কিন কংগ্রেসও শেষ পর্যন্ত আপত্তি তুলে নেবে বলে তিনি আশা করছেন।

সামরিক সাফল্যে ও বিদেশের সমর্থনের অভাবের কারণে জেলেনস্কির নেতৃত্ব নিয়েও ইউক্রেনে প্রশ্ন উঠছে। জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী তাঁর প্রতি জনগণের সমর্থন কমে চলেছে। এক বছর আগে প্রায় ৮৪ শতাংশ জেলেনস্কির প্রতি আস্থা দেখালেও বর্তমানে সেই মাত্রা ৬২ শতাংশে কমে এসেছে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন মঙ্গলবারই ইউক্রেন যুদ্ধে জয়ের অঙ্গীকার করেন। প্রতিরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি রাশিয়ার সামরিক অভিযানের প্রতি সমাজের সমর্থনেরও দাবি করেন। আগামী মার্চ মাসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সেই সমর্থনের প্রতিফলন সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিত। পুটিন পশ্চিমা বিশ্বকে বর্তমান সংকটের জন্য আবার দায়ী করেন। রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর বেড়ে চলা ক্ষমতা ও প্রতিরক্ষা খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তবে তিনি আরো ড্রোন, আরো উন্নত এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এবং আধুনিক স্যাটেলাইট যোগাযোগ প্রণালীর প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু আগামী বছর আরো আড়াই লাখ স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য নিয়োগের ঘোষণা করেন।

মহিলাদের সব প্রকল্প প্রান্তিক স্তরের মানুষ পাচ্ছেন কিনা তা বাড়ি বাড়ির গিয়ে খোঁজ নিবেন তৃণমূলের মহিলা নেত্রী থেকে কর্মীরা

মালদা ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মহিলাদের জন্য যে সব প্রকল্প করে দিয়েছেন, তা প্রান্তিক স্তরের মানুষ পাচ্ছেন কিনা এবার থেকে তা বাড়ি বাড়ির গিয়ে খোঁজ নিবেন তৃণমূলের মহিলা নেত্রী থেকে কর্মীরা। পাশাপাশি জেলার প্রতিটি বুথ স্তরে মহিলা কর্মীদের সংখ্যা বাড়ানোর ওপরের জোর দেওয়া হবে। সোমবার দুপুরে জেলা মহিলা তৃণমূলের আযোজিত একটি কর্মী বৈঠকে এমনটাই জানিয়েছেন দলের জেলা সভানেত্রী তথা মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য সাগরিকা সরকার। এদিন মালদা জেলা পরিষদের বিনয় সরকার অতিথি আবাসে কনফারেন্স হলে বিভিন্ন এলাকার মহিলা নেত্রীদের নিয়ে আলোচনা সভার আযোজেন করে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভানেত্রী সাগরিকা সরকার , মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ , তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী , তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যাল, মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য প্রতিভা সিংহ সহ বিশিষ্ট জনেরা।

এদিন মহিলা তৃণমূলের কর্মী বৈঠকে জেলার প্রতিটি ব্লক থেকে নেত্রীরা অংশ নিয়েছিলেন। সেখানেই মহিলা সংগঠনকে চাঙ্গা করা এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পেও বিষয়টিও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয় নিয়ে মূলত আলোচনা করা হয় । পাশাপাশি কেন্দ্রে বিজেপি সরকার কিভাবে মহিলাদের হেনস্তা করছে, সেই ব্যাপারেও এদিনের আলোচনায় তুলে ধরা হয়।

মহিলা তৃণমূলের জেলা সভাপতি সাগরিকা সরকার বলেন, সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ১৭ ডিসেম্বর কলকাতায় একটি বৈঠক করে বিভিন্ন জেলার মহিলা সংগঠনকে ৪৫ দিনের একটি কর্মসূচি বেঁধে দিয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত জেলা জুড়ে মহিলা কর্মীদের নিয়ে দফায় আলোচনা সভা , কর্মী সভা এবং বৈঠক হবে । এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে গ্রাম বাংলার সমস্ত ঘরে ঘরে মহিলারা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন কিনা সেটিও তদারকি করে দেখা হবে। এদিনের কর্মী সভায় চলো পাল্টাই স্লোগান তুলেই আমরা দলীয় নেত্রী কর্মীদের নিয়ে আলোচনা করেছি। বিভিন্ন গ্রামীন এলাকা এবং পাড়াগুলিতে চলো পাল্টাই স্লোগান তুলেই বৈঠক, আলোচনা সভা হবে । তারই প্রস্তুতি এদিন করা হয়েছে ।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন , দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে এদিন মহিলা তৃণমূলের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শহর থেকে গ্রামীন এলাকায় প্রতিটি বুথ স্তরে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে জোর দেওয়ার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বিষয় নিয়েও মহিলা সংগঠনের নেত্রী থেকে কর্মীরা মানুষের কাছে তুলে ধরবেন।

পাঁচ মাস আগে এক যুবতীকে ধর্ষনের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি পুলিশে

শিলিগুড়ি। পাঁচ মাস আগে এক যুবতীকে ধর্ষনের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধাননগর থানার পুলিশ।ধৃতের নাম অজয় সিং(২৬)।

জানা গেছে , গত পাঁচ মাস আগে এক যুবতীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এই যুবক।বিষয়টি কাউকে না জানানোর হুমকিও দেয় সে ।এরমধ্যে অন্তঃসত্বা হয়ে পড়ে ওই যুবতী।যুবতীর শারীরিক পরিস্থিতি দেখে সন্দেহ হয় পরিবারের।তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে গোটা বিষয়টি জানায় যুবতী।পরবর্তীতে ওই যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে যুবতীর পরিবার।তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

সরকারিভাবে কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই উত্তরবঙ্গে ২০০ টি রাজবংশী ভাষার প্রাথমিক স্কুল তৈরীর প্রক্রিয়া চলছে

কোচবিহার ঃ সরকারিভাবে কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই উত্তরবঙ্গে ২০০ টি রাজবংশী ভাষার প্রাথমিক স্কুল তৈরীর প্রক্রিয়া চলছে। এমনকি কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই ওই স্কুলগুলিতে নিযোগের জন্য মোট ৭৫০ জন শিক্ষক এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিযোগের জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক মিহির গোস্বামী একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন। মিহির গোস্বামী দাবি, রাজবংশী ভাষায় স্কুল হবে ভালো কথা কিন্তু সাধারণ মানুষকে অন্ধকারে রেখে কোন সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বেআইনিভাবে এই প্রক্রিয়া চলছে। তিনি আরো বলেন জেলা শাসকের মাধ্যমে সুপারিশের ভিত্তিতে নিযোগে প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে নিযোগে পত্র দেওয়া হয়েছে বলে তার দাবি।

তিন বছর খুললো আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্ত জয়গাঁ চাইনিজ লাইন ভুটান গেট

আলিপুরদুয়ারঃ শেষ হল লকডাউন পরিস্থিতি তিন বছর খুললো আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্ত জয়গাঁ চাইনিজ লাইন ভুটান গেট। ভুটান প্রশাসনের পক্ষ থেকে সোমবার এগারোটা নাগাদ খুলে দেওয়া হয় চাইনিজ লাইন ভুটান গেট । উপস্থিত ছিলেন ভুটান ফুন্টশোলিং এর এস ডি ও কর্মা জুগমি পাশাপাশি জয়গাঁ এলাকায় এস এস বি ৫৩ ব্যাটালিয়ানের সহকারী কমাণ্ডেণ্ট ও এস এস বি জ ওয়ানরা , এছাড়া জয়গাঁ এলাকার প্রধান ,জেলাপরিষদের সদস্য সহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন। চাইনিজ লাইন ভুটান গেট দিয়ে হাটাপথে শুধুমাত্র ভুটানে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকরা যাতায়াত করতে পারবে যাদের কাছে ভুটানের ওয়ার্ক পারমিট আছে। এই ভুটান গেটের সামনে এস এস বি চেকপোস্ট তৈরি হয়েছে । এই গেটে এস এস বি জওয়ানরা থাকবে ।

চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ, উত্তপ্ত কৃষ্ণনগরের সদর হাসপাতাল চত্বর

কৃষ্ণনগর ঃ চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগে রবিবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতাল চত্বর। শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে রবিবার সকালে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে ভর্তি হন কোতোয়ালী থানার জালালখালির অন্তঃসত্বা গৃহবধূ দেবিকা রায়(২৪)। অভিযোগ, প্রথমে কোনো চিকিৎসক তাকে দেখেনি। বেশ কিছুক্ষণ বাদে চিকিৎসক তাকে দেখেন এবং সুস্থ আছে বলে জানিয়ে ছুটি দিয়ে দেন। এরপর পরিবারের লোকজন তাঁকে বাড়ি নিয়ে যায়। পরিবারের অভিযোগ, সন্ধ্যায় তিনি ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে পুণরায় সদর হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন রোগীর পরিবার।

গোডাউন থেকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ৩ লক্ষ টাকার প্লাস্টিকের পাইপ ও সামগ্রী চুরি

জগত্বল্লভপুর ঃ ফের চুরির ঘটনা জগত্বল্লভপুরে । একের পর এক চুরির ঘটনায় কপালে ভাঁজ সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের । দুদিন আগেই সরকারি প্রকল্পে ঢুকে ১০ লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরির পর এবার জগত্বল্লভপুরের পাতিহালে একটি সেনিটারি শপের গোডাউন থেকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ৩ লক্ষ টাকার প্লাস্টিকের পাইপ ও সামগ্রী চুরি । চুরির ঘটনা ঝঝতত্ত বন্দি । যাওয়ার সময় ভেঙে দেওয়া হয় ক্যামেরা । সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুস্কৃতীদের খোঁজে পুলিশ । একের এক চুরির ঘটনা ঘটলেও পুলিশই নিষ্ক্রিয়াতার অভিযোগ সাধারণের

হাত দিয়ে টেনে তোলা যাচ্ছে রাস্তা , নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ চলছে সেই অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামের বাসিন্দারা

উত্তর ২৪ পরগনা ঃ আষাঢু গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপুর থেকে মালিদা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা রাস্তার কাজ চলছে এদিন সকালে চাঁদপুর গ্রামে সেই রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেয় এলাকার বাসিন্দারা । হাত দিয়ে টানলেই রাস্তা উঠে আসছে । নিচে দেওয়া হয়নি কোন পিচের প্রলেপ। রাস্তা নির্মাতাদের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানিও কোন লাভ হয়নি। সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা বেহাল অবস্থায় ছিল। দীর্ঘ টালমাটালের পরে রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে আমরা চাই সঠিক সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ করা হোক। এই বিষয়ে আষাঢু গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা মন্ডল অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন । স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আমাকে জানিয়েছে। আমরা মমতা বঃন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক কোনমতেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ আমরা মানবো না । এ বিষয়ে আগেও একাধিকবার কঃটাক্টরকে আমরা জানিয়েছি কিন্তু তারা কর্ণপাত করেনি । আমি এই বিষয়ে বিডিও সাহেবকে জানাবো । এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা বিজেপি সহসভাপতি অমৃতলাল বিশ্বাস বলেন আমরা এই রাস্তার বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিডিওর কাছে আগে অভিযোগ জানিয়েছি এই বিষয়ে ব্যবস্থা না নিলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।

দু লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে অপহরণ, ছেলেকে ফিরে পেতে থানায় বাবা ও মা, ভোররাতে উদ্ধার ছেলে

সুদেষ্ণা মন্ডল , সোনারপুর ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিহি এলাকার বাসিন্দা ২৪ বছরের যুবক সর্ণদীপ মন্ডল, গতকাল অর্থাৎ রবিবার সকালে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু তারপর প্রায় ১০ ঘণ্টা কেটে গেলেও ছেলে বাড়ি না ফেরায় নরেন্দ্রপুর থানায় দ্বারস্থ বাবা প্রদীপ মন্ডল ও মা তপতি মন্ডল। তাদের অভিযোগ' তাদের ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ২ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়। একটি অজানা ফোন নম্বর থেকে ফোন করে এই টাকা চাওয়া হয়। মোট তিনবার ফোন করা হয় টাকার জন্য। কিন্তু তারা টাকা কিভাবে দেবে! তাদের পক্ষে সেই টাকা দেওয়া সম্ভব নয়, তাই তারা আর কোনও উপায় না দেখে গতকাল রাতে নরেন্দ্রপুর থানায় এসে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর রাতেই তদন্তে নামে পুলিশ। পুলিশ তদন্তে নেমে আজ ভোররাতে গঙ্গক্ত থানার কাটাতলা এলাকা থেকে দুজনকে আটক করে পুলিশ। সেখান থেকেই সর্ণদীপকে উদ্ধার করা হয়। তবে এই ঘটনায় আরো কেউ জড়িত আছে কিনা জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে।

পাথরপ্রতিমায় স্থায়ী সেবাকেন্দ্র গড়ছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ গ্রামীণ অঞ্চলে গরিব ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা তুলে দিতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। মোবাইল মেডিকেল ইউনিট ছাড়াও সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাথরপ্রতিমার দূর্বাচটীর কৃষ্ণপুর গ্রামে সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের উদ্যোগে একটি স্থায়ী সেবাকেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আজ রবিবার এক অনুষ্ঠানে সেবাকেন্দ্র ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের শুভ ভিত পূজা শুরু হয় । সঙ্ঘের পক্ষে স্বামী অন্বেষানন্দজী মহারাজ এর সুচনা করেন। এ উপলক্ষে শতাধিক দুঃস্থ পরিবারের হাতে শীতবস্ত্র এবং মায়েদের শাড়ী তুলে দেওয়া হয় সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এলাকার দুই বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্ব প্রয়াত হারাধন দাস ও প্রয়াত বিমলা দাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে । এছাড়া ২৫জন বিশিষ্ট মানুষের হাতে স্বামী প্রণবানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের পক্ষে সঙ্ঘবাণী সম্মিলিত একটি স্মারক সম্মান তুলে দেওয়া হয় । আগামী ২০২৫ সালের জন্মাষ্টমীর সময় এই মন্দির ও সেবাকেন্দ্র সাধারন মানুষের জন্যে খুলে দেবেন সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ ।

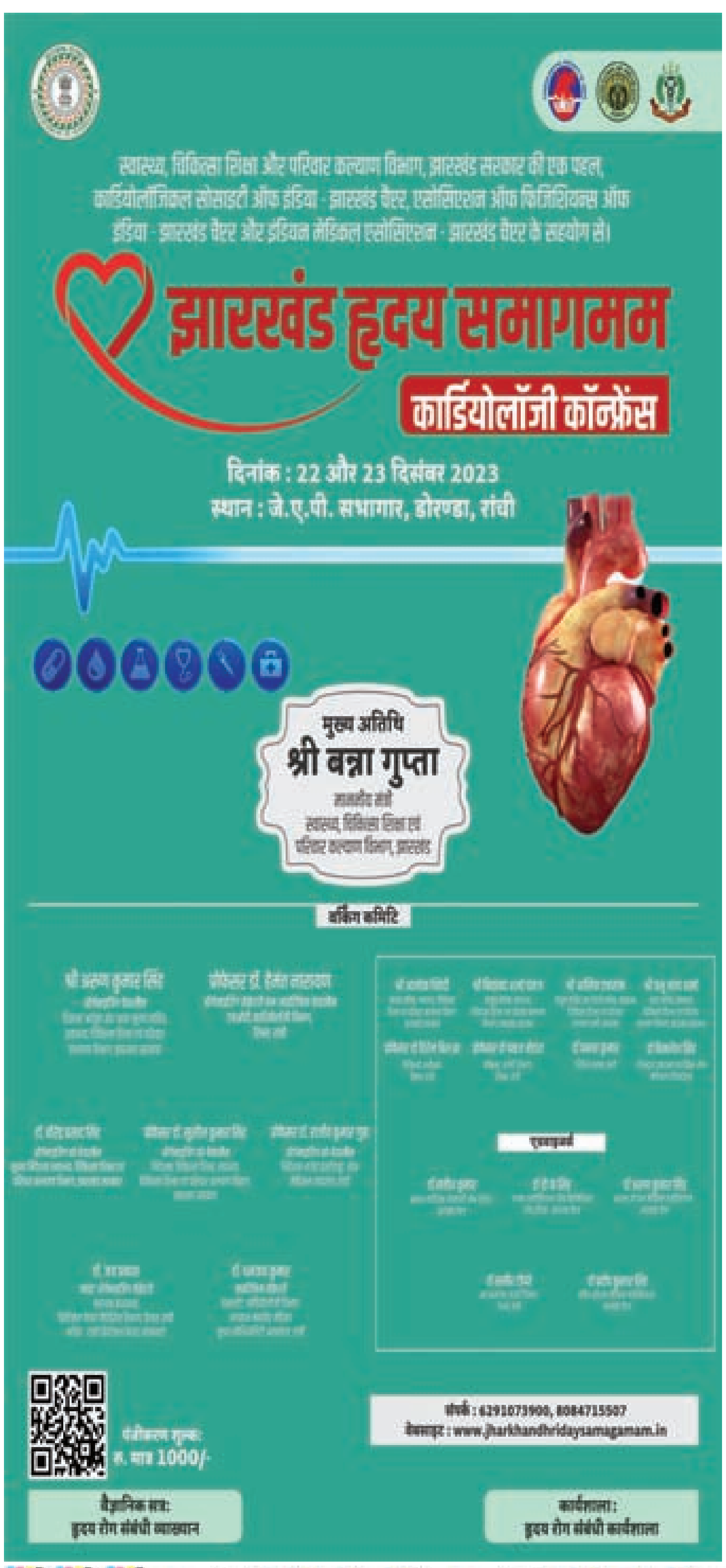

সিএসসি বন্ধ করে দেয়ার ফলে প্রচুর মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে

কলকাতা ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প গত বাইশে আগস্ট কমনসার্ভিস প্রকল্প সেটা রাজ্য সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত করে বন্ধ করে দিয়েছে শুধুমাত্র ভোট পলিটিক্সের জন্য, সেইমর্মে হাইকোর্টে একটা পিআইএল করা হয়েছিল, মহামান্য হাইকোর্টে সেই কথাগুলো তুলে ধরলেন, রাজ্য সরকার নাকি কেন্দ্র সরকারের এই প্রকল্প চালাতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার দিয়েছে হাইকোর্টে সেটা সংবিধান ও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো বিরোধী। কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামের যুবক যুবতীদের আত্মনির্ভর করতে চাই। এই প্রকল্পে, এই প্রকল্প সিএসসিকে সেই টাকা দিতে হয় না কেন্দ্রীয় সরকার দেয়। রাজ্য সরকার যে ওই ছেলেমেয়েদের সাম্মানিক দেয় এই টাকা কার টাকা, দুই টাকার জনগণের ট্যাক্সের টাকা এর জন্য এটা করছে সরকার। সত্যটার উপর কেন্দ্রীয় প্রকল্প সিএসসির মাধ্যমে যেটা দেয়া হয় সিএসসি বন্ধ করে দেয়ার ফলে প্রচুর মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে, ভোটের জন্য বাংলার অনেক ছেলেমেয়েকে এই প্রকল্পগুলি থেকে লাথি মেরেছে রাজ্য সরকার ৫০ শতাংশ মানুষ উর্দুতে কথা বলে কলকাতা মেয়রের বক্তের পরিপ্রেক্ষিতে বললেন সুকান্ত মজুমদার সহজে বাংলা দখল করতে দেব না রাজ্য সরকার যে ৫ হাজার হলো গিয়ে মুখ লুকানোর চেষ্টা করছে সেই প্রেক্ষিতে বললেন যে পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাবেনা, আদালতের সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেছে যারা চুরি শিখে আছে বড় বড় কথাগুলো এবার জেলে যাবে। সঠিক পথ ছেলেমেয়েদের হাইকোর্টের এই অবজারভেশনের ফলে উপকৃত হবে যারা পার্শ্বশিক্ষক, এদের যোগ্যতা অনুযায়ী এদের কর্মসংস্থান হবে। আক্রান্তর প্রেক্ষিতে তিনি বলেন বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে আমাদের কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে। ২০২১ সালের পর থেকে শুরু হয়েছে, একটু গণতন্ত্র চলছে এদের কথা ভারতবর্ষের মানুষ শুনবে? কেউ শুনবে না

ইডেন গার্ডেনের গ ব্লকের আপার টিয়ারে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

কলকাতা ঃ আজ প্রায় সকাল সাড়ে ৭ টা নাগাদ, ইডেন গার্ডেনের সিএবি এর একজন গ্রাউন্ড স্টাফ তার নাম দৈতারি বারিক, কলকাতার ইডেন গার্ডেনের কে, ব্লকের উপরের টায়ারে একজনকে ঝুলে থাকতে দেখে ইডেন গার্ডেনে কর্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ বিষয়টি জানান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম - ধনঞ্জয় বারিক বয়স ২১ বছর, বাবার নাম - গণেশ চন্দ্র বারিকের। মৃত যুবকের বাড়ি - ওড়িশা জেলার পলাশিতে। পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছেন, সম্প্রতি তিনি ইডেন গার্ডেনের স্টাফ কোয়ার্টারে থাকত। বাবা ও কাকার সঙ্গে সিএবি ইডেন গার্ডেনের স্টাফ কোয়ার্টারে থাকত। পুলিসের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে যে, তিনি তার উল্লিখিত জন্মস্থান থেকে এসেছেন এবং তার বাবা এবং কাকার সাথে। এবং সেখানেই থাকতে শুরু করেছেন যারা ক্সক্কএর গ্রাউন্ড স্টাফ কোয়ার্টাটে। এই মৃত যুবক গ্রাউন্ড স্টাফদের চাকরি খুঁজছিলেন। প্রসঙ্গত, গতকাল থেকে যুবক নিখোঁজ ছিল। ময়দান থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়, পুলিশ সূত্রের খবর। তারপরের এই ঘটনা ঘটে। ময়না তদন্তের জন্য দেহটিকে ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে, স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে।।

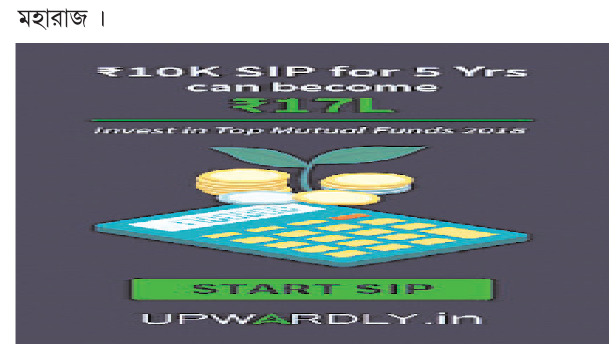

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

কেপপের ইতিহাসে রেকর্ড, ১১ মাসে ১১ কোটি অ্যালবাম বিক্রি

সিউল ঃ দক্ষিণ কোরিয়ায় কেপপ অ্যালবাম (ডিভিডি ও ভিনাইল রেকর্ড) বিক্রি হু হু করে বাড়ছে। চলতি বছর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ১১ মাসে দেশটিতে ১১ কোটি ১৬ লাখ অ্যালবামের কপি বিক্রি হয়েছে। খবর কোরিয়া জুংআং ডেইলির সার্কেল চার্টের বরাতে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ডিসেম্বরের হিসাব যোগ করার আগেই গত বছরের তুলনায় এ বছর ১৪৪ ভাগ বেশি অ্যালবাম বিক্রি হয়েছে। গত বছর বিক্রি হয়েছিল ৮ কোটি অ্যালবাম।

দক্ষিণ কোরিয়ার ইতিহাসে এবারই প্রথম কোনো বছরে ১০ কোটির বেশি অ্যালবাম বিক্রির মাইলফলক ছুঁয়েছে। বিশ্বজুড়ে ডিজিটাল অ্যালবামের এই রমরমা সময়ে ডিভিডি বিক্রির হার কমতে থাকলেও কোরিয়ার চিত্র ভিন্ন। কেপপের উন্মাদনায় দেশটির মানুষ এখনো ডিভিডি কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন।

এই নভেম্বর মাসেই দেড় কোটির বেশি অ্যালবাম বিক্রি হয়েছে মাসের হিসাবেও এটি সর্বোচ্চ। সার্কেল চার্ট জানিয়েছে, এ বছর এক কোটির বেশি অ্যালবাম বিক্রি হয়েছে ছয় মাসে। তবে গত বছর মাত্র এক মাসে এক কোটি অ্যালবাম বিক্রি হয়েছিল। এই বছর নভেম্বরে অ্যালবাম বিক্রিতে শীর্ষ রয়েছে 'স্ট্রে কিডস'। গত ১১ মাসের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে জ্যাংকুক, ভি, ইনফাইফেন, জিরোবেসওয়ান, এনসিটি ড্রিম, সেভেনটিনের অ্যালবাম।

এশিয়ার বৃহত্তম ঃ ভারত রঙ্গ মহোৎসবে 'চিত্রাঙ্গদা'

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের রাষ্ট্রীয় নাট্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা আয়োজিত ভারত রঙ্গ মহোৎসবের ২৩তম আসরে যোগ দেবে বাংলাদেশের স্বপ্নদল। এশিয়ার বৃহত্তম এ উৎসবে স্বপ্নদল তাদের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকটি মঞ্চায়ন করবে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব আগামী ১ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি দিল্লি এবং আরও ১৩টি শহরে অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন দেশ থেকে ১১টি আন্তর্জাতিক নাট্যসংগঠন এবং ভারতের ৬১টি নাট্যদলকে এবারের উৎসবে মঞ্চায়নের জন্য চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়েছে।

স্বপ্নদলের 'চিত্রাঙ্গদা' ১০ ফেব্রুয়ারি ওড়িশার ভুবনেশ্বরে এবং ১২ ফেব্রুয়ারি দিল্লির এনএসডিতে মঞ্চস্থ হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরায়ত সৃষ্টি 'চিত্রাঙ্গদা'র গবেষণাগার নাট্যরীতিতে নির্দেশনা দিয়েছেন জাহিদ রিপন। নির্দেশক জানান, এর আগে '১৭তম ভারত রঙ্গ মহোৎসব ২০১৫'এ যুদ্ধবিরোধী গবেষণাগার নাট্য 'ত্রিংশ শতাব্দী' মঞ্চায়ন করেছিল স্বপ্নদল।

'চিত্রাঙ্গদা' প্রযোজনাটি এর আগে '২২তম ভারত রঙ্গ মহোৎসব ২০২২'এ মঞ্চায়নের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোভিড পরিস্থিতির কারণে সেখানে আন্তর্জাতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ স্থগিত রাখা হয়। এবারে এনএসডি কর্তৃপক্ষ 'চিত্রাঙ্গদা' প্রযোজনাকে পুনরায় আমন্ত্রণ জানায়।

রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যান অবলম্বনে ১৮৯২-এ কাব্যনাট্যরূপে এবং ১৯৩৬-এ নৃত্যনাট্যরূপে 'চিত্রাঙ্গদা' রচনা করেন। স্বপ্নদলের 'চিত্রাঙ্গদা' প্রযোজনাটি নির্মিত হয়েছে কাব্যনাট্য পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে। পৌরাণিক কাহিনির আড়ালে যুগে যুগে নরনারীর মনোদৈহিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং পাশাপাশি পারস্পরিক সম্মানাবস্থানের প্রেরণারূপে উপস্থাপিত হয় এ নাটকে। ইতিমধ্যে দেশবিদেশে প্রযোজনাটির ১০২টি সফল মঞ্চায়ন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এবার ক্রিকেটদুনিয়ায় অমিতাভ বচ্চন

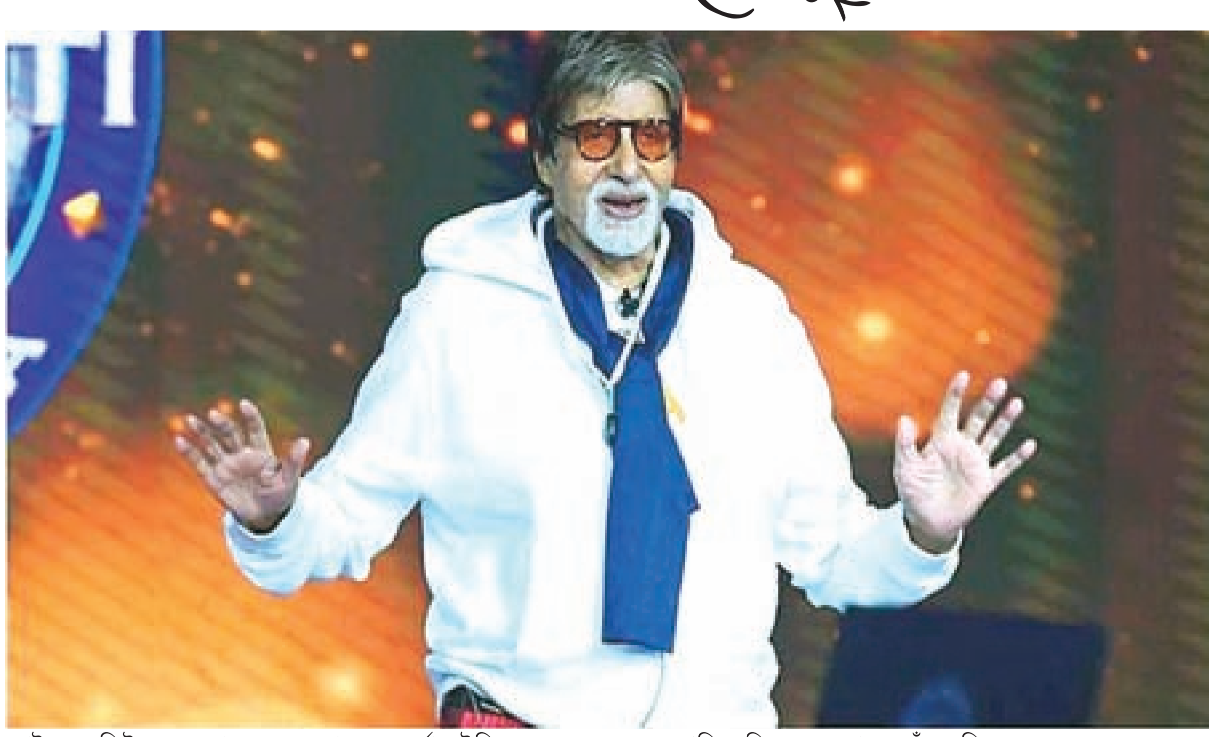

মুম্বাই ঃ বলিউডের ময়দানে একের পর এক দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন। এবার তিনি ক্রিকেটের ময়দানে পা রাখতে চলেছেন! খেলোয়াড় হিসেবে নয়, ক্রিকেট দলের মালিক হিসেবে ময়দানে তাঁর অভিষেক হবে।

আজ সোমবার বলিউড তারকা অমিতাভ বচ্চন এক পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছেন, তিনি ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগে (আইএসপিএল) মুম্বাইয়ের দলের মালিকানা কিনেছেন। তার মানে মুম্বাই ক্রিকেট দলের কাগজেকলমে মালিক তিনি। বিগ বি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কথা ঘোষণা করেছেন।

৮১ বছর বয়সী আদ্যোপান্ত ক্রিকেটপ্রেমী এই অভিনেতা লিখেছেন, 'এ এক রোমাঞ্চকর, উত্তেজনামূলক, মহৎ আর সাহসী চিন্তাভাবনা। আইএসপিএলের সূচনা স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগ! তাদের জন্য এক দারুণ সুযোগ, যারা রাস্তায় বা গলিতে নিজেদের পারদর্শিতা প্রদর্শন করে এসেছে। এখন সময় পেশাদার এক দলে শামিল হওয়া। আর সারা দুনিয়ার সামনে আনুষ্ঠানিক আবহে নিজের প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করা।' অমিতাভ আরও লিখেছেন, 'একটা নতুন দিন আর একটি নতুন কাজ...মুম্বাই দলের মালিক হিসেবে যুক্ত হওয়া আমার জন্য সম্মান আর সৌভাগ্যের বিষয়।'

এর আগে অক্ষয় কুমার আর হৃতিক রোশন ক্রিকেট দল কিনেছেন। অক্ষয় শ্রীনগর আর হৃতিক বেঙ্গালুরু ক্রিকেট দলের মালিক। আইএসপিএলের সঙ্গে বলিউড তারকারা যুক্ত হওয়ায় এই লিগের চাকচিক্য আরও বেড়ে গেছে।

আশা করা যাচ্ছে, আইপিএলের মতোই এই ক্রিকেট লিগকে ঘিরে টানটান উত্তেজনা থাকবে। ২-৯ মার্চ প্রথম পর্বের আয়োজন করা হবে মুম্বাইতে। ১৯টি ম্যাচ খেলা হবে। কলকাতা, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, আর শ্রীনগর এই ছয়টি দল টুর্নামেন্ট খেলবে। পথেঘাটে অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে হরহামেশা ক্রিকেট খেলতে দেখা যায়। সেসব প্রতিভাধারীকে খুঁজে বের করে সুযোগ দেওয়াই আইএসপিএলের মূল উদ্দেশ্য।

ভয় পান না শ্রদ্ধা

মুম্বাই ঃ পর্দায় সব সময় নিজেকে ব্যতিক্রমী চরিত্রে মেলে ধরতে ভালোবাসেন বলিউড নায়িকা শ্রদ্ধা কাপুর। তাই 'হাসিনা পার্কার' ছবির মাফিয়া কুইন থেকে 'স্ত্রী' ছবিতে ভূতের চরিত্র বেছে নিতেও পিছপা হননি তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শ্রদ্ধা তাঁর ছবি নির্বাচন নিয়ে কিছু কথা জানিয়েছেন। শ্রদ্ধাকে শেষবার পর্দায় দেখা গেছে 'তু ঝুঠি ম্যায় মক্কার' ছবিতে। লাভ রঞ্জন পরিচালিত এই ছবিতে তিনি রণবীর কাপুরের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন। ছবিটি বক্স অফিসে ভালোই ব্যবসা করেছিল। এখন শ্রদ্ধা ব্যস্ত তাঁর আগামী ছবি 'স্ত্রী' টুর শুটিংয়ে। শ্রদ্ধা নিজের ছবি নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ছবি নির্বাচনের সময় আমি সম্পূর্ণ ভয়শূন্য থাকি। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে কোন দিশায় আমার যাওয়া উচিত। আর এটাই আমার শক্তি। আমি সবচেয়ে বেশি নিজের ওপর আস্থা রাখি। আর আমি জানি যে আমি কতটা শক্তিশালী।' শ্রদ্ধার ফিল্মি ক্যারিয়ার আহামরি না হলেও তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা ঈর্ষণীয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা যেকোনো শীর্ষস্থানীয় নায়িকাকে টেক্কা দেয়। শ্রদ্ধাকে বলিউডের 'গোল্ডেন গার্ল' বলা হয়। নেট জনতার হৃদয়ে রাজত্ব করেন তিনি। এর কৌশল জানতে চাওয়া হলে শ্রদ্ধা জানান, 'সত্যি বলতে, এর কোনো কৌশল আমার জানা নেই। আমার যেটা মনে হয়, আমি সেটাই পোস্ট করি। আমি পুরোপুরি সততার সঙ্গে নিজের অভিব্যক্তি মেলে ধরি। কমেন্ট সেকশনে সবার সঙ্গে কথা বলতে আমি দারুণ উপভোগ করি। এর মধ্যে দারুণ মজা লুকিয়ে আছে, আর আমার মনে হয় যে তাঁরা আমার বন্ধু। আমার ফ্যান ক্লাবের সঙ্গে যে আমার বিশেষ সম্পর্ক আছে, তার জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি।'

বিশ্ব ইতিহাসে সর্বোচ্চ তেল উৎপাদনকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র

লস অ্যাঞ্জেলেস ঃ বিশ্ব এখন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে টিকে থাকার লড়াইয়ে ব্যস্ত। এ অবস্থায় পরিবেশকর্মীরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে তেল উৎপাদন শিল্পকে পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার দাবি জানিয়ে আসছেন। তবে আশ্চর্য হওয়ার মতো বাস্তবতা হলো, যুক্তরাষ্ট্রে বরং এর উল্টোটাই ঘটছে। পৃথিবীর ইতিহাসে যেকোনো দেশের চেয়ে বর্তমানে বেশি পরিমাণে তেল উৎপাদনের পথে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল কমডিটি ইনসাইটসের এক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে সিএনএন জানিয়েছে, চলতি বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে প্রতিদিন ১ কোটি ৩৩ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল ও কনডেনসেট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যা এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। ইতিমধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে দেশটিতে। যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তথ্য অনুসারে, দেশটিতে গত মাসে দৈনিক ১ কোটি ৩২ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদিত হয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও তেল উৎপাদন অনেক বাড়িয়েছিলেন। ২০২০ সালের শুরুতে দৈনিক উৎপাদন রেকর্ড ১ কোটি ৩১ লাখ ব্যারেল হয়েছিল। পরে করোনাভাইরাস মহামারির প্রকোপ বৃদ্ধি ও দামে বড় ধরনের পরিবর্তন আসায় তেলের উৎপাদন আবার কমিয়ে দেয় দেশটি। এখন উৎপাদন আবার বাড়ানো হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম টেক্সাস ও নিউ মেক্সিকোর পারমিয়ান বেসিনে তেল উৎপাদন এত বেড়েছে যে সরবরাহকারীরা সেখান থেকে বিদেশে রপ্তানি শুরু করেছেন। এসঅ্যান্ডপির তথ্য অনুসারে, বর্তমানে সৌদি আরব বা রাশিয়ার মতো একই পরিমাণ অপরিশোধিত তেল, পরিশোধিত পণ্য ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করছে যুক্তরাষ্ট্র। জ্বালানি বাজারের তথ্য বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান র‍্যাপিডান এনার্জি গ্রুপের প্রেসিডেন্ট বব ম্যাকনালি বলেন, বিষয়টি মনে করিয়ে দিচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রে কাছে তেলের প্রচুর মজুত রয়েছে এবং এ শিল্পকে কখনোই অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের দেখাদেখি কানাডা, ব্রাজিলসহ ওপেকবহির্ভূত তেল উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশও আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে

তেল উৎপাদন করছে। রেকর্ড তেল উৎপাদনের ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দামে প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে সৌদি আরব ও রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন ওপেক দেশগুলো তেলের উৎপাদন কমিয়ে মূল্যবৃদ্ধির যে চেষ্টা করছে, তাতে খুব একটা সুবিধা হচ্ছে না। গত রোববার যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাকস আগামী বছরে তেলের দামের বিষয়ে পূর্বাভাস কমিয়ে দিয়েছে। ব্যাংকটি বলেছে, দামের পূর্বাভাস কমানোর পেছনে মূল কারণ তেলের সরবরাহ বৃদ্ধি। এসঅ্যান্ডপির তথ্য অনুসারে, আগামী বছরে বিশ্ববাজারে সবচেয়ে বেশি তেলের চাহিদা থাকবে। রেকর্ড তেল উৎপাদন সত্ত্বেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর জ্বালানি নীতির জন্য সমালোচনার মুখে পড়েছেন। বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের স্থল ও জলভাগ থেকে তেল উৎপাদন কমানোর পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউটের পলিসি, ইকোনমিকস ও রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স বিভাগের জ্যেষ্ঠ ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাস্টিন মেয়ার বলেছেন, বিশ্বে জ্বালানির চাহিদা কমবে না, বরং বাড়তে থাকবে। এ ক্ষেত্রে মার্কিন ভূখণ্ড ও জলভাগ থেকে উৎপাদিত জ্বালানি দেশটিসহ সারা বিশ্বের ভোক্তাদের জন্য স্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে। 'কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান (বাইডেন) প্রশাসন উৎপাদন সীমিত করার জ্বালানি নীতি অনুসরণ করে সামনে এগোচ্ছে,' বলেন ডাস্টিন মেয়ার। যুক্তরাষ্ট্রের তেল উৎপাদন মূলত বাজার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের জ্বালানি কর্মকর্তা বব ম্যাকন্যালি সিএনএনকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে তেল উৎপাদন সম্পর্কে প্রেসিডেন্টরা তেমন কিছু করতে পারেন না। বিষয়টি এমন নয় যে ওভাল অফিস থেকে ডায়াল করলেই তেলের উৎপাদন বাড়তে বা কমতে শুরু করবে। ফলে বর্তমানে যে তেলের উৎপাদন বেড়েছে, হোয়াইট হাউস তার জন্য কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করবে না।

সম্পাদকীয়

জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের

কাশী বিশ্বনাথ মন্দির-জ্ঞানবাপী মসজিদ বিতর্কে মুসলিম সংগঠনগুলির পাঁচটি আবেদন খারিজ করে দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। ছয় মাসের মধ্যে বারাণসী আদালতকে রায় দেয়ার নির্দেশ। বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। পাঁচটি মুসলিম সংগঠনের করা আবেদন খারিজ করে দেয়া হলো। শুধু তাই নয়, ১৯৯১ সালে হওয়া মন্দির-মসজিদ বিতর্ক নিয়ে যে দেওয়ানি মামলা হয়েছিল, তা ছয়মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বারাণসী আদালতকে। বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের চত্বরেই আছে ঐতিহাসিক জ্ঞানবাপী মসজিদ। ১৯৯১ সালের মামলায় বলা হয়েছিল, মসজিদের ভিতরে আদি বিশ্বেশ্বর মূর্তির সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দিতে হবে।

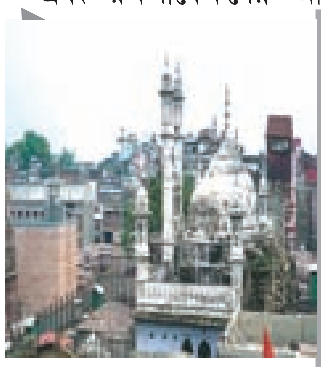

সেখানে নিয়মিত পূজার্চনার অধিকারও চাওয়া হয়েছিল। এই মামলার বিরোধিতা করে পাল্টা আবেদন করেছিল পাঁচটি মুসলিম সংগঠন। তার জ্ঞানবাপী মসজিদ কমিটি যেমন আছে, তেমনই আছে উত্তরপ্রদেশের সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড। তিনটি আবেদন ১৯৯১ সালের মামলাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছিল। এলাহাবাদ হাইকোর্ট ওই পাঁচটি আবেদনই এদিন খারিজ করে দিয়েছে। বস্তুত, গত ৮ ডিসেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই দিন রায় স্থগিত রেখেছিল। মঙ্গলবার তা দেওয়া হলো। ১৯৯১ সালে প্লেস অফ ওয়ার্শিপ অ্যাক্ট তৈরি হয়েছিল ভারতে। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট থেকে যে কোনো ধর্মীয় স্থান যেখানে যেমন আছে তেমনই থাকবে, এমনটাই বলা হয়েছিল ওই আইনে। কিন্তু ১৯৯১ সালে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং জ্ঞানবাপী মসজিদ বিতর্ক নিয়ে যারা মামলা করেছিলেন, তাদের বক্তব্য হলো, স্বাধীনতার অনেক আগের এই বিতর্ক। ফলে তা ১৯৯১ সালের আইন মোতাবেক বিচার করা ঠিক হবে না। আদালতের এদিনের রায়ের পর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে বিতর্ক এক অন্য স্তরে পৌঁছালো। এখন দেখার বারাণসী আদালত ছয় মাসের মধ্যে এবিষয়ে কী সিদ্ধান্ত জানায়। ২০২৪ সালে ভারতে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে এই বিতর্ক রাজনৈতিক স্তরে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য এর আগে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ-রাম মন্দির বিতর্কের ফয়সলা হয়েছে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে। বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির তৈরি হচ্ছে। আগামী ২২ জানুয়ারি তার উদ্বোধন। গেরুয়া শিবির দীর্ঘদিন ধরে মূলত তিনটি মসজিদ নিয়ে বিতর্ক চালাচ্ছে। এক নম্বরে ছিল বাবরি মসজিদ। দ্বিতীয় জ্ঞানবাপী মসজিদ এবং তৃতীয় মথুরার মসজিদ, যা কৃষ্ণজন্মভূমি বলে দাবি করা হচ্ছে। মথুরার মন্দির-মসজিদ বিতর্কও এখন আদালতে আলোচিত হচ্ছে।

লোহিত সাগর সংকট ছাপ ফেলছে বিশ্ব বাণিজ্যে

হুতি সন্ত্রাসীদের আক্রমণের কারণে লোহিত সাগর ব্যবহার করছে না জাহাজ সংস্থাগুলি। যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩ ডিসেম্বর ইরানের মদতপুষ্ট হুতি সন্ত্রাসীরা ইয়েমেনের কাছে লোহিত সাগরে কয়েকটি মার্কিন জাহাজের উপর আক্রমণ চালায়। জাহাজগুলি পণ্যবাহী ছিল। এরপরেই অধিকাংশ

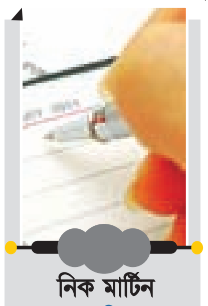

নিক মার্টিন
প্রাবন্ধিক

বাণিজ্যিক জাহাজ সংস্থা ঠিক করে, তারা লোহিত সাগরের রাস্তা এড়িয়ে অন্য পথ নেবে। এশিয়া থেকে ইউরোপের পথে লোহিত সাগর হলো সবচেয়ে সহজ রাস্তা। লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে সুয়েজ খাল ধরে যায় এই রাস্তা। এই রাস্তা এড়াতে হলে আফ্রিকায় ঢুকতে হবে। বস্তুত, আফ্রিকার সেই ঘুরপথেই আপাতত চলাচল করছে অধিকাংশ পণ্যবাহী জাহাজ। কেপ অফ উড হোপ হয়ে তারা এশিয়ার রাস্তা ধরছে।

এর ফলে জাহাজগুলির চলাচলের সময় অন্তত এক সপ্তাহ বেড়ে গেছে। যেতে হচ্ছে অতিরিক্ত তিন হাজার ৫০০ নটিকাল মাইল। এর ফলে জাহাজ চলাচলের খরচ অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে। বস্তুত, সুয়েজ খাল দিয়ে বিশ্বের ১২ শতাংশ বাণিজ্য সঞ্চালিত হয়। সেই ব্যস্ত রাস্তা এখন কার্যত খালি।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে, তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে জিনিসের দাম ভয়ংকরভাবে বেড়ে যাবে।

সাংহাই থেকে রোটারডাম যদি কেপ অফ গুড হোপ হয়ে যেতে হয়, তাহলে জাহাজের তেলের দামই এক মিলিয়ন ডলার বেশি পড়ে। পণ্য সংস্থাগুলি স্বাভাবিকভাবেই সেই ক্ষতি নিজেদের কাঁধে রাখবে না। তারা পণ্যের উপর সেই দাম ধার্য করবে। ফলেজিনিসের দাম ইতিমধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে।

শুধু তাই নয়, এই পথে যাত্রা করা জাহাজগুলির বিমার মূল্যও অনেকগুণ বেড়ে গেছে। কোপেনহাগেনের একটি সংস্থার বাজার বিশেষজ্ঞের বক্তব্য, ''জাহাজের এই অন্য রাস্তা নেয়া আন্তর্জাতিক বাজারে ইতিমধ্যেই প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।''

সমস্যা হচ্ছে অন্য দিকেও। ইউরোপের বন্দরগুলিতে নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লোক আছে। ধরা যাক একটি বন্দর সপ্তাহে ৫০ হাজার কনটেনার নামাতে অভ্যস্ত। সেখানে আচমকাই দেখা গেল এক সপ্তাহে কনটেনার আসছে না, পরের সপ্তাহে দ্বিগুণ কনটেনার আসছে। তখন কাজের ভারসাম্য নষ্ট যায়। জাহাজগুলি সুয়েজ খাল এড়িয়ে চলার ফলে বর্তমানে ঠিক সেই ঘটনাই ঘটছে। বন্দরগুলিতে ভয়াবহ চাপ বেড়ে গেছে। যা সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।

কোভিডের সময় একবার কিছুদিনের জন্য সুয়েজ খাল বন্ধ রাখতে হয়েছিল। সে সময় গোটা বিশ্বে দ্রব্যমূল্য আচমকাই অনেকটা বেড়ে গেছিল। ফের তেমনই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা।

যদিও গত সোমবারই মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন জানিয়েছেন, লোহিত সাগরের জন্য একটি নতুন প্রতিরক্ষা বাহিনী তৈরি করা হচ্ছে। পণ্যবাহী জাহাজগুলিকে হুতি আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করবে তারা। তবে জাহাজ সংস্থাগুলি জানিয়েছে, ওই রাস্তা সম্পূর্ণ নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত তারা সুয়েজের পথ এড়িয়ে চলবে।

গরমে খেলাধুলা সম্পর্কে সাবধান!

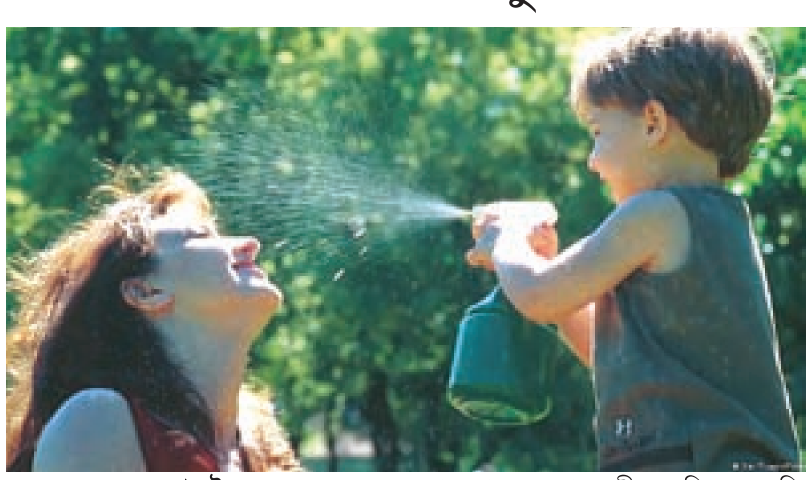

ফক্কার ইডে

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে গ্রীষ্মকাল অনেক মানুষের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছে। প্রবল উত্তাপ সামলাতে শরীর হিমসিম খাচ্ছে। সেই অবস্থায় শরীর ও মন সুস্থ রাখতে বেশ কয়েকটি বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া উচিত।

খেলাধুলা করে ঘাম ঝরানো ভালো, তবে অনেক শখের ক্রীড়াবিদ উচ্চ তাপমাত্রায় এমনটা করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাপমাত্রা স্ট্রেস বাড়ায়। সেটা কখনো শরীরের জন্য বাড়াবাড়ি হয়ে ওঠে। হাসপাতালের এমার্জেন্সি বিভাগের ডাক্তার হিসেবে মাল্টে ইসলাইবের সেই অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বলেন, ''দুই দিন আগে আমাদের অ্যামবুলেন্সে এক তরুণ রোগীর চিকিৎসা করতে হয়েছিল। তিনি হাঁটা ও দৌড়ানোর পথে অসহনীয় মাথার যন্ত্রণা নিয়ে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে শরীরে ন্যাট্রিয়াম, অর্থাৎ লবণের অভাব ঘটেছিল। তাপমাত্রা ও রোগীর শরীরে যথেষ্ট পানীয়র অভাবের কারণে এমন অবস্থা দেখা দিয়েছিল।''

তরুণ এই ব্যক্তি সে দিন অত্যন্ত কম জল পান করেছিলেন। অনেক ক্রীড়াবিদ সময় থাকতে শরীরের সতর্কবাণী টের পান না অথবা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন না। ইসলাইব শরীরের সেই অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, ''শরীরে তরলের অভাব থেকে সমস্যা শুরু হয়। পেশিতে ক্র্যাম্প ধরে, রক্তচাপ আচমকা কমে যায়, তীব্র ক্লান্তির অনুভূতি হয়। মানুষের রক্তে লবণের অনুপাতে চরম বিঘ্ন ঘটলে মস্তিষ্ক ফুলে যাওয়ার মতো প্রাণনাশক রোগ দেখা দিতে পারে। তখন সত্যি মৃত্যুর আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।''

উচ্চ তাপমাত্রায় হৃদযন্ত্র ও সার্কুলেশনের উপর যে বিপুল চাপ পড়ে, অনেকেই সেটাকে আমল দেন না। সে সময়ে শরীর নিজের মৌলিক তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আটকে রাখার চেষ্টা করে। সেই লক্ষ্যে রক্তের একটা বড় অংশ ত্বকে চলে যায়।

শরীর তখন ঘাম, অর্থাৎ বাষ্পীভবনের মাধ্যমে রক্তের তাপমাত্রা কমানোর চেষ্টা করে। সে সময়ে খেলাধুলার মাধ্যমে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করলে পেশিগুলিরও বাড়তি রক্তের চাহিদা হয়। বড় ধমনীগুলিতে রক্তচাপ তখন কমে যায়। হৃদযন্ত্রকে আরো দ্রুত পাম্প করে শরীরের অর্গ্যান বা অঙ্গগুলি এবং মস্তিষ্ক সচল রাখতে হয়।

একই 'স্পোর্টিং ইন্টেনসিটি'র ক্ষেত্রে নাড়ির স্পন্দন স্বাভাবিকের তুলনায় মিনিটে ১৫ থেকে ২০ বিট বেশি হয়। স্বাস্থ্যবান ও ভালোভাবে অনুশীলন করা ক্রীড়াবিদদের ক্ষেত্রেও সেটা ঘটে। ক্রীড়া চিকিৎসাবিদ হিসেবে কারোলিনে ভ্যার্কমাইস্টার মনে করেন, সবাই এমন বাড়তি চাপ সামলাতে পারে না। তাঁর মতে, ''স্বাভাবিক মানুষের জন্য সেটা আদৌ কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু অসুস্থ, বয়স্ক মানুষ অথবা অন্য কোনো ঝুঁকি থাকলে সমস্যা দেখা দিতে পারে।''

কিছু ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক অ্যারিদমিয়াস বা সার্কুলেটরি কোল্যাপ্স দেখা দিতে পারে। বয়স বাড়লে তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা কমতে থাকে। শহরের পার্কে বয়স্ক মানুষরা সেটা টের পান। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগের বয়স সত্তরের উপরে। সন্ধ্যাবেলায় তাপমাত্রা কিছুটা কমলে তাঁরা অনুশীলন শুরু করেন। তাছাড়া এমন আবহাওয়ায় তাঁরা সচেতনভাবে কিছুটা কম কসরত করেন। তার ফলে শুধু সার্কুলেশনে সুবিধা হয় না, হিট স্ট্রোক থেকেও সুরক্ষা পাওয়া যায়।

হিট স্ট্রোক হলে শরীর শীতল রাখার প্রণালী আর কাজ করে না। তাপমাত্রা অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে যায়। এমনকি ৪০ ডিগ্রির বেশিও হতে পারে। অথচ মানুষ সেটা টেরই পায় না। ডা. ভ্যার্কমাইস্টার বলেন, ''হিট স্ট্রোক আসলে ধাপে ধাপে ঘটে। অর্থাৎ আচমকা সেটা আসে না। শরীর এমন কিছু সতর্কবাণী দেয়, যা সবারই টের পাওয়া উচিত। প্রথমে মাথা ঘোরে, সঙ্গে মাথাব্যথা হয়। কোনো কিছুতে মনোযোগ দিতেও অসুবিধা হয়। শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্তি, কথা জড়িয়ে যাওয়া বা পুরোপুরি কথা বলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থাও দেখা দিতে পারে।''

ডাক্তাররা বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের খেলাধুলার সময়ে অর্ধেক উদ্যোগ নেবার পরামর্শ দেন। ডা. ভ্যার্কমাইস্টারের পরামর্শ হলো, ''পরিস্থিতি অনুযায়ী শরীরের বাইরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করুন। সরাসরি সূর্যের তাপ এড়িয়ে চলুন। ভোর বা সন্ধ্যার সময়টা কাজে লাগান। যথেষ্ট পানি পান করুন, তবে মাত্রাতিরিক্ত নয়। শরীরে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য স্থির রাখুন এবং নিজেকে ভালো রাখতে বার বার বিশ্রাম নিন।''

শহরের পার্কে শরীরচর্চার সময়েও বয়স্ক মানুষগুলি সেটাই করছেন। জীবনের এই পর্যায়ে তাঁদের কাছে পারফর্মেন্স বড় কথা নয়। মজাই হলো আসল বিষয়।

সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা রাজনীতি

প্রভাষ আমিন

সামরিক-বেসামরিক আমলাদের চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর নির্বাচনে অংশ নিতে তিনবছর অপেক্ষা করতে হয়। এই সিদ্ধান্তটা আমার কাছে যৌক্তিক মনে হয়।

কারণ আমলাদের মধ্যে যাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা থাকে, তারা চাকরিতে থাকার সময়ই ক্ষমতার ব্যবহার বা অপব্যবহার করে এলাকায় অনেক কাজ করেন, যা সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে তাদের এগিয়ে রাখে। মানে হলো, তিনি খেলাটা শুরুই করেন একটু এগিয়ে থেকে। অবশ্য নির্বাচনে মাঠ সমতল রাখার স্বার্থেই আমলাদের চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর তিনবছর অপেক্ষা করার বিধান, যাতে মানুষ তাদের কাজ ভুলে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান। আমলাদের ক্ষেত্রে এত কড়াকড়ি বিধান থাকলেও খেলোয়াড়দের জন্য সবকিছু উন্মুক্ত। মাশরাফি অবসর নেয়ার আগেই এমপি বনে গেছেন। সাকিব আল হাসান এখনও বাংলাদেশ ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেরই অধিনায়ক। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যখন মাঠের খেলায় ব্যস্ত, অধিনায়ক সাকিব আল হাসান তখন ব্যস্ত নির্বাচনের মাঠে। মাগুরা-১ আসনে ঝানু পলিটিশিয়ান সাইফুজ্জামান শিখরকে হটিয়ে সাকিবকে মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামী লীগ। আমলারা যাতে তাদের ক্ষমতাকালীন সুবিধা নির্বাচনের মাঠে টেনে আনতে না পারেন, সে জন্য তিনবছরের সময় বাধা থাকলেও খেলোয়াড়রা খেলার মাঠের জনপ্রিয়তা নিয়েই নেমে পড়তে পারেন নির্বাচনের মাঠে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সেরা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বেরই সেরা অলরাউন্ডার সাকিব। আরেকটু মনোযোগ দিয়ে, আরো বেশি ম্যাচ খেললে সাকিবের সামনে সুযোগ ছিল সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডার হওয়ারও। কিন্তু খেলার চেয়ে তার মনোযোগ ব্যবসা-বাণিজ্য, মডেলিং, ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হওয়ার দিকেই বেশি। মাঠের সেরা পারফরমার সাকিবের মাঠের বাইরের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ, নৈতিকতা নিয়েও কথা হয়। জুয়ারীদের সাথে যোগাযোগের অপরাধে একবছর নিষিদ্ধও ছিলেন। দর্শক পেটানো, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা, কারণে-অকারণে ছুটি নেয়া তো আছেই, সাকিবের নাম এসেছে শেয়ার কেলেঙ্কারিতেও। সাকিব আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ার পর আমি ফেসবুকে লিখেছিলাম, 'সাকিব এখন কোনটা মনোযোগ দিয়ে করবে খেলা, রাজনীতি না ব্যবসা?' সেখানে একজন মন্তব্য করেছিলেন, 'সাকিব খেলা ও রাজনীতিকে ব্যবহার করে ব্যবসা করবে।' আরেকজন লিখেছেন, সাকিব মূলত ব্যবসায়ী। এতদিন টাকার জন্য বিভিন্ন ক্রিকেট লীগে খেলেছে। এখন বুঝেছেন, সবচেয়ে লাভজনক লীগ হলো আওয়ামী লীগ, তাই এই লীগেই যোগ দিয়েছেন। আসলেই রাজনীতি হলো এখন সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। একসময় জমিদারের সন্তানেরা রাজনীতি করে নিঃস্ব হয়ে যেতেন। আর এখন নিঃস্ব লোকজন রাজনীতি করে জমিদার বনে যাচ্ছেন। রাজনীতি সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা, এটা কিন্তু কথার কথা নয়। এটার কিন্তু দালিলিক প্রমাণ আছে। প্রতিবছর নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনে প্রার্থীদের হলফনামা দিতে হয়। তাতে প্রার্থীদের আয়-ব্যয় ও সম্পদের হিসাব থাকে। আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে পত্রিকায় এই হলফনামার খবর পড়ি, আর বিস্মিত হই। এবারেরটা ধরলে এখন পর্যন্ত চারটি নির্বাচনে প্রার্থীরা হলফনামা দিয়েছেন। হলফনামাগুলো বিশ্লেষণ করলে যে কেউ আমার সাথে একমত হবেন, রাজনীতির চেয়ে লাভজনক কোনো ব্যবসা নেই। এত প্রবৃদ্ধি আর কোনো ব্যবসায় সম্ভব নয়। রেজাউল করিম বাবলু ছিলেন বগুড়ার স্থানীয় এক পত্রিকার সাংবাদিক। নির্বাচন করারও রোগ ছিল তার। একবার উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে ১৭ ভোট পেয়ে জামানত হারিয়েছিলেন। উপজেলা চেয়ারম্যান পদে ১৭ ভোট পাওয়া সেই বাবলুই এখন জাতীয় সংসদ সদস্য। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বগুড়া-৭ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন তিনি।

জানা অজানা

ইসরাইল গাজাঃ হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়েহ আলোচনার জন্য মিশর গেছেন

গাজা ঃ হামাস বলছে, আজ বুধবার (২০ ডিসেম্বর) মিশরীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে গাজার যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করতে তাদের শীর্ষ নেতা ইসমাইল হানিয়েহ কায়রো গিয়েছেন। মিশর এর আগে হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে আলোচনায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছে, যার মধ্যে ছিল নভেম্বরের শেষে এক সপ্তাহব্যাপী অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি। সে সময় চুক্তির অধীনে সশস্ত্র সংগঠনটি ১০০ জনেরও বেশি জিম্মিকে মুক্তি দেয়। নতুন করে সাময়িক যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা চলছে, যার মধ্যে আরও জিম্মি মুক্তি পাবার বিষয় রয়েছে। কিন্তু দু'পক্ষ এখনো কোন সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি। ইসরাইলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক কূটনীতিবিদদের এক সম্মেলনে বলেন, ইসরাইল তাদের জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে মানবিক কারণে যুদ্ধে বিরতি দিতে প্রস্তুত। তিনি আরও জানান, ইসরাইল ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে লড়ছে না, শুধু হামাসের বিপক্ষে লড়ছে।

গাজার শাসক হামাসের যোদ্ধারা ৭ অক্টোবর ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে অতর্কিত হামলা চালায়। ইসরাইল বলছে, এই সন্ত্রাসী হামলায় ১,২০০ জন নিহত হন এবং ২৪০ জনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এখনো ১০০ জনের বেশি জিম্মি গাজায় আটক আছেন। এই হামলার পর ইসরাইল হামাসকে ধ্বংস করার অঙ্গীকার করে। ইসরাইলের সামরিক প্রতিক্রিয়ায় এখন পর্যন্ত গাজায় ১৯,৬০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে হামাস-নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রানালয়। নিহতের সংখ্যা প্রকাশকালে তারা বেসামরিক ও যোদ্ধার সংখ্যা আলাদা করে উল্লেখ করে না। ইসরাইল বলছেন, স্থল অভিযানে এখন পর্যন্ত তাদের ১৩২ সেনা নিহত হয়েছেন। ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য নিবেদিত জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ বলছে, এই সংঘাতে গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তাদের অনেকেই দক্ষিণ গাজার জাতিসংঘ পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে।

সাময়িকী

রাজনীতিবিদদের হলফনামা থেকে কিছু অনুমান করা যায় না

ভোট লড়লে হলফনামা দিতে হয় প্রার্থীদের। আর তাদের সেই হলফনামায় সম্পদ বেড়ে যাওয়ার হিসাব দেখে নানা প্রশ্ন ওঠে।

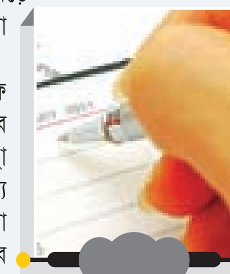

গৌতম হোড়
প্রাবন্ধিক

ভারতে অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্মস বা এডিআর বলে একটি অলাভজনক সংস্থা আছে। প্রতিটি লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে তারা নিয়ম করে দুইটি কাজ করে। সব প্রার্থীর হলফনামা খতিয়ে দেখে পাঁচ বছরে তাদের কার কত সম্পদ বেড়েছে তার হিসাব দেয় এবং কার বিরুদ্ধে কী ধরনের অপরাধের অভিযোগ আছে, সে ব্যাপারে রিপোর্ট দেয়। এই যে মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেল, তাতে এডিআরের রিপোর্ট ছিল, ১৯২ জন বিধায়ক আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তার মধ্যে ১৮০ জনের হলফনামা খতিয়ে দেখে তারা জানিয়েছে, তাদের সম্পদ এক শতাংশ থেকে এক হাজার ৯৮২ শতাংশ বেড়েছে। ১২ জন বিধায়কের সম্পদের পরিমাণ কমেছে। গড় করলে এই বিধায়কদের সম্পত্তির পরিমাণ ১৭ কোটি ৮১ লাখ টাকা বেড়েছে। পাঁচ বছর আগে এই গড় বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ৯১ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিজেপি প্রার্থী চেতন্য কাশ্যপের সম্পদ বেড়েছে ৯১ কোটি ৪৫ লাখ, কংগ্রেসের সঞ্জু শর্মার বেড়েছে ৮১ কোটি ৫৫ লাখ, কংগ্রেসেরই সঞ্জয় শুক্লার বেড়েছে ৭৭ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। প্রথম দৃষ্টিতে এই সম্পদ বাড়ার পরিমাণ দেখলে চমকে উঠতে হয়। মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দেয়, এত টাকা পাঁচ বছরে একজন রাজনীতিবিদের কী করে বাড়তে পারে? কিন্তু এর ব্যাখ্যাটা একবার জেনে নিলে, অনেক ভুল ধারণাই কেটে যেতে পারে। যেমন, কোনো প্রার্থীর যদি কোনো বাড়ি বা জমি থাকে, তাহলে তার দাম বাড়ে। দিল্লি শহরে পাঁচ বছর আগে একটা বাড়ি বা ফ্ল্যাটের যা দাম ছিল, আজ তো তা থাকবে না। তার দাম অনেকটাই বেড়ে যেতে পারে। পাঁচ বছর আগে সোনার গয়নার যে দাম ছিল, এখন তা বেড়ে যাবে সেটাই স্বাভাবিক। তার উপর এই সাংসদ বা বিধায়কদের অনেকেরই নিজের ব্যবসা আছে। অনেকে আইনজীবী, সিএ বা বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত। সাংসদ বা বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পরেও তাদের সেসব ছাড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা ছাড়েনও না। তাছাড়া সাংসদ বা বিধায়ক হিসাবে তারা ভালো বেতন ও ভাতাও পান। ফলে নিজেদের ব্যবসা, পেশা থেকে তারা যথেষ্ট রোজগার করেন। তাই তাদের সম্পদও বাড়ে। নিয়ম হলো সাংসদ বা বিধায়ক হলে অন্য কোনো জায়গা থেকে সরকারি অর্থ নেয়া যায় না। যেমন তৃণমূলের বিধায়ক মালা রায় রলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার। সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পরেই তিনি হলফনামা দিয়ে জানিয়ে দেন, কাউন্সিলার হিসাবে কোনো অর্থ বা পার্কস তিনি নেবেন না। তৃণমূলের সাবেক সাংসদ অর্পিতা ঘোষ নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা। সংস্কৃতি মন্ত্রক এই নাট্যকর্মীদের বছরে ছয় হাজার টাকা দেয়। তিনিও জানিয়ে দিয়েছিলেন, এই অর্থ তিনি গ্রহণ করবেন না। কপিল সিবাল, অভিষেক মণু সিংভি, পি চিদম্বরম, মনীশ তিওয়ারিরা সকলেই কংগ্রেসের সাংসদ, কিন্তু তারা পুরোদমে আইনজীবী হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন। এই যে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছিল, তাতে আবেদনকারীর আইনজীবী হিসাবে লড়েছিলোন কপিল সিবাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে প্রায়ই সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়তে দেখা যায় অভিষেক সিংভিকে। গতবছর তো পি চিদম্বরম কলকাতা হাইকোর্টে গিয়েছিলেন, তারই দলের লোকসভার নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর করা একটা জনস্বার্থ মামলায় বিরুদ্ধ পক্ষের আইনজীবী হিসাবে। এই নিয়ে অধীর দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে অভিযোগও জানান। তবে এক্ষেত্রে আইনজীবী-রাজনীতিকদের একটা যুক্তি আছে। তাদের আইনি পেশাটাই এরকম। তারা মামলা নেয়ার ক্ষেত্রে রাজনীতিকে তার মধ্যে আনেন না। আগে বিজেপির রাজনীতিক-আইনজীবীদেরও এই বিরোধের মুখে পড়তে হয়েছিল।

তবে মন্ত্রী হলে অবশ্য তারা কোনো পেশার সঙ্গে জড়িত থাকেন না। থাকলে স্বার্থের সংঘাত দেখা দিতে পারে। চিদম্বরম, কপিল সিবাল, অরুণ জেটলি, সুষমা স্বরাজরা যখন মন্ত্রী ছিলেন, তখন তাদের আদালতের ত্রিসীমানায় দেখা যায়নি। অরুণ জেটলি তো রাজ্যসভার বিরোধী নেতা হওয়ার পরই কোর্টে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

মন্ত্রী থাকা ও সাধারণভাবে সাংসদ বা বিধায়ক থাকার মধ্যে অনেক ফারাক। মন্ত্রী হলে তার পক্ষে সরাসরি ব্যবসা করা, শিল্পসংস্থায় থাকা, কোনো পেশায় থাকা সম্ভব নয়। তারা থাকেনও না। কিন্তু সাংসদ বা বিধায়ক হিসাবে থাকতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে একটা ভয়ংকর বিতর্ক ও তদন্তের মুখে পড়েছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। ২০২১ সালে তাকে রাজ্য সরকার একটি খনি লিজে দেয়।

পাঠকের চিঠি

কেন ভালো লাগে না?

মন প্রফুল্ল থাকলে ভালো লাগা প্রতিটি কাজই সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ হয়। আমরা যখন সকালে ঘুম থেকে উঠি, তখন আমাদের মন সজীবতায় ভরপুর থাকলেও কিছু সংখ্যক মানুষের বিকেল গড়াতে না গড়াতেই মন যেন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। অনেক মানুষ এই 'ভালো না লাগা' সমস্যায় ভুগছেন। ছোটোবেলার 'আমার পণ' কবিতাটি প্রায় প্রতিটি মানুষই জীবনে মেনে চলার চেষ্টা করে, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।' কিন্তু সারা দিন ভালো হয়ে থাকার জন্য একটা শপথ গ্রহণ করা হলেও 'মন ভালো না থাকার' কারণে শপথটা যেন রক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সপ্তাহে খুব কম মানুষের যায় পুরো সময় মন প্রফুল্ল থাকে। চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের মতে, 'ভালো লাগে না' একধরনের মানসিক ব্যাধি। এতে আক্রান্ত পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যা বেশি। এই ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের জন্য মনোবিদ চিকিৎসকের পরামর্শ অতি জরুরি। 'ভালো লাগে না' বা 'মন ভালো লাগে না' সমস্যাটি ঘরকোণের মধ্যে পড়ে আছে। একটা জরিপ করলে দেখা যাবে যে বেকার তরুণ-তরুণী, সঙ্গীহীন শিক্ষার্থী, প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটা তরুণ-তরুণী, অবিবাহিত নারী-পুরুষ-এমন মানুষই এ সমস্যায় বেশি ভোগেন। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পারিবারিক অশান্তি, আর্থিক সংকট, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, শরীরের হরমোনগত সমস্যা, প্রযুক্তির অত্যধিক ব্যবহার ইত্যাদি। বর্তমানে অফলাইনের চেয়ে অনলাইনে আসক্ত দিন দিন বেড়েই চলছে। হোক ভালো কাজ কিংবা মন্দ কাজ। সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের জন্য মানুষ অনলাইনের কাজ ও সম্পর্ককে গুরুত্ব দিচ্ছেন। ফলে যন্ত্রনির্ভর মানুষেরা আবেগহীন হয়ে পড়ছে। একটা বড় ধরনের বাস্তব আবেগীয় যোগাযোগের শূন্যস্থান হয়ে যাচ্ছে। না কারোর অনুভূতিগুলো উপলব্ধি করা যাচ্ছে, না কাউকে সহানুভূতি দেখানো যাচ্ছে। সরাসরি কথাবার্তার যোগাযোগ অর্থাৎ অফলাইনে একে অপরকে বুঝতে সক্ষম। অনেক সময় দেখা যায়, যখন কোনো ব্যক্তির মন ভীষণ খারাপ থাকে, তখন তাঁর কলিগ বা সহপাঠীর সঙ্গে মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলতে চান, কিন্তু বিপরীত ব্যক্তি এক-দুটি কান্নার ইমোজি দিয়ে সান্ত্বনা দেন বা কখনো ব্যস্ততার কারণে ম্যাসেজ দেখতেও পান না।

কুমুদ রায়, মুরি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

গুয়াহাটি মহানগরের মালিগাঁও এলাকা থেকে গ্রেফতার আলফার ৩ ক্যাডার, উদ্ধার মারণাস্ত্র

মালিগাঁও এর বিবিসি কলোনিতে আত্মগোপন করেছিল অসীম অধিকারী, রূপজ্যোতি দাস এবং মুন দেবনাথ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটিঃ রাজ্যের ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিংহ এবং আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়ার মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে অব্যাহত রয়েছে বিবৃতি যুদ্ধ।তাকে টার্গেট করার ক্ষেত্রে ডিজিপি জিপি সিংহের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সঙ্গে দুটো শর্ত আরোপ করে দিয়েছে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আলফা। তবে এই বিবৃতি যুদ্ধ অব্যাহত থাকার মধ্যেই এবার গুয়াহাটি মহানগরের মালিগাঁও এলাকা থেকে গ্রেফতার হয়েছে আলফার ৩ ক্যাডার। তাছাড়া তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে মারণাস্ত্র। মহানগরের মালিগাঁও এর বিবিসি কলোনিতে আত্মগোপন করেছিল আলফার ৩ লিংকম্যান অসীম অধিকারী, রূপজ্যোতি দাস এবং মুন দেবনাথ।

প্রসঙ্গত যেখানে সেখানে বোমা বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে সাহস থাকলে তাকে টার্গেট করার জন্য আলফাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন ডিজিপি জিপি সিংহ। অবশেষে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিয়ে সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম তথা আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া এক্ষেত্রে দুটি শর্ত আরোপ করে দিয়েছেন। এই শর্ত দুটির মধ্যে রয়েছে, ডিজিপি তার গাড়িচালক সহ তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত স্থানীয় থলগিরি সুরক্ষা কর্মীদের পরিবর্তে সিআরপিএফ কিংবা সেনাবাহিনীর জওয়ানদের দায়িত্ব দিতে হবে। তবে এরমধ্যেও স্থানীয় থলগিরি যুবকযুবতীরা যাতে তার সুরক্ষা ব্যবস্থা দায়িত্বে না থাকেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় শর্ত হলো শুধুমাত্র এক সপ্তাহের জন্য ডিজিপি জিপি সিংহকে গুয়াহাটি মহানগরে খোলাখুলি ভাবে টহল দিতে হবে। তবে এই দুটি শর্ত মানতে ডিজিপি জিপি সিংহের সাহস নেই বলেও সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করেছিল আলফা।

তবে এর মধ্যে আচমকা সোমবার রাতে মহানগরের মালিগাঁও এর বিবিসি কলোনিতে আত্মগোপন করে থাকা নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আলফার ৩ লিংকম্যান অসীম অধিকারী, রূপজ্যোতি দাস এবং মুন দেবনাথকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এই তিনজন আলফা লিংকম্যান সেখানে স্থানীয় বাসিন্দা। এর মধ্যে অসীম অধিকারী আলফার লিংকম্যান হিসাবে ব্রত থাকার ফলে এর আগেও কারাগারের চার মাস ধরে বন্দি ছিল। তাছাড়া ড্রাগসের মামলায় অপরাধী ছিল অসীম অধিকারী। মূলত বেশ কিছুদিন ধরে আলফার সদস্য ভর্তি অভিযানের নেতৃত্বে ছিল এই লিংকম্যান। অসীম অধিকারী নিজেকে কম্পিউটার অপারেটর তথা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পরিচয় দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের হয়ে কাজ করছিল। পিতা রেলওয়ে কর্মচারী হিসেবে কর্মরত থাকার ফলে মালিগাঁও এর বিবিসি কলোনিতে রেলের কোয়ার্টারে বসবাস করে মহানগরের বহু যুবককে আলফা স্বাধীনের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছিল অসীম অধিকারী।

আলফার লিংকম্যান হিসাবে তৎপর হয়ে থাকা মুন দেবনাথ পেশায় একজন ক্যাটারিং এর ব্যবসা জড়িত ছিল। মূলত শাক সবজির ব্যবসার মাধ্যমে ক্যাটারিং এর কাজে লিপ্ত ছিল এই লিংকম্যান। তবে একই সঙ্গে আলফা স্বাধীনের কাজ করছিল মুন দেবনাথ। তার বাড়ি থেকে পুলিশ একটি জং ধরা পিস্তল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। একইভাবে আলফার লিংকম্যান হিসাবে তৎপর হয়ে থাকা রূপজোতি দাস পান্ডু মালিগাঁও এলাকার রেলওয়ে কলোনির বিভিন্ন স্থানে দাবি ধমকি দিয়ে ঘর খালি করা কাজ এবং অবৈধভাবে রেলের জমি এবং ঘর দখলের সঙ্গে জড়িত ছিল। গুন্ডাগিরির মাধ্যমে এক প্রকারের স্থানীয় এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল রূপজোতি দাস। অবশেষে আলফার সঙ্গে যোগাযোগ থাকার ফলে তাকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ধৃত আলফার এই ৩ লিংকম্যান থেকে জব্দ করা তাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আলফা নেতাদের সঙ্গে তাদের সংযোগের বহু তথ্য পেয়েছে পুলিশ। এবার তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আলফার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের যাবতীয় তথ্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে পুলিশ নিজেদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে বলে জানা গেছে।

টুকরো খবর

লুকিয়ে দূর থেকে নয় বরং গুয়াহাটিতে এসে প্রকাশ্যে পুলিশকে টেক্কা দেওয়ার জন্য আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে এবার চ্যালেঞ্জ বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহের

কোনও দেশবিরোধী কার্যকলাপ মেনে নেওয়া হবে না, অসমকে ভালবাসলে ফিরে এসে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করার পরামর্শ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ডিজিপি জিপি সিংহের পর এবার আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে চ্যালেঞ্জ জানালেন বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ। লুকিয়ে দূর থেকে নয় বরং গুয়াহাটিতে এসে প্রকাশ্যে পুলিশকে টেক্কা দেওয়ার জন্য আলফার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন তিনি। বিশেষ ডিজিপি বলেন কোনও দেশবিরোধী কার্যকলাপ মেনে নেওয়া হবে না। তবে অসমকে ভালবাসলে ফিরে এসে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করার জন্য আলফাকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত ডিজিপি জিপি সিংহের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এক্ষেত্রে দুটি শর্ত আরোপ করে দিয়েছেন সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম তথা আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া। এই শর্ত দুটির মধ্যে রয়েছে, ডিজিপি তার গাড়িচালক সহ তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত স্থানীয় থলগিরি সুরক্ষা কর্মীদের পরিবর্তে সিআরপিএফ কিংবা সেনাবাহিনীর জওয়ানদের দায়িত্ব দিতে হবে। তবে এরমধ্যেও স্থানীয় থলগিরি যুবকযুবতীরা যাতে তার সুরক্ষা ব্যবস্থা দায়িত্বে না থাকেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় শর্ত হলো শুধুমাত্র এক সপ্তাহের জন্য ডিজিপি জিপি সিংহকে গুয়াহাটি মহানগরে খোলাখুলি ভাবে টহল দিতে হবে। অবশেষে আলফার এই শর্ত সহ চ্যালেঞ্জের পাল্টা চ্যালেঞ্জ দিলেন বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে কড়া বার্তা প্রেরণ করেছেন। পাঠিয়েছেন। বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ বলেন লুকিয়ে দূর থেকে চ্যালেঞ্জ জানানোর পরিবর্তে তার উচিত গুয়াহাটিতে এসে প্রকাশ্যে পুলিশের সঙ্গে টেক্কা দেওয়া। তিনি বলেন এই ধরনের চ্যালেঞ্জের কি মূল্য রয়েছে? পরেশ বড়ুয়ার যদি কিছু বলার থাকে, তাহলে তার এখানে এসে বলা উচিত। লুকিয়ে দূর থেকে এসব বলে কি লাভ? তাদের অবশ্যই সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসা উচিত। বিশেষ ডিজিপি বলেন যে জঙ্গল থেকে ওয়ার্নিং দেওয়ার পরিবর্তে পরেশ বড়ুয়া সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করা উচিত। তবে যেকোনো ধরনের দেশবিরোধী কার্যকলাপ কোনভাবে সহ্য করা হবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ বলেন যেকোনো পরিস্থিতিতে দেশবিরোধী কার্যকলাপ মেনে নেওয়া হবে না। তবে আলফা যদি অসমকে ভালোবাসে তাহলে তাদের ফিরে আসা উচিত এবং রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে জন্য কাজ করা উচিত। ফলে এভাবে প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে খেলেন জানিয়ে কোন লাভ হবে না। তবে পুলিশ বাহিনী হিসেবে অসম পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। তিনি বলেন রাজ্য সরকারের অধীনে বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তাদের এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া উচিত। এর পরবর্তী হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ।

জানুয়ারী ২০২৪ শে মাতাজী আশ্রমের উৎসব ও অনুষ্ঠান

পোটকাঃ মাতাজী আশ্রম হাতাতে বারো মাসে তেরো পার্বন লেগেই আছে।ভক্তদের সুবিধের জন্য এগ্রিম জানিয়ে রাখা হচ্ছে যে আগামী জানুয়ারী ২০২৪ এ ছোট ও বড় করে চারটি উৎসব পড়েছে যথা,

১. ১.১.২০২৪, সোমবার, কল্পতরু দিবস, বেলা ২ টা থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঠাকুরের কল্পতরু দিবস পালিত হবে।এই উপলক্ষে ঠাকুরের নাম গান,সামুহিক জপ ও প্রার্থনা,কথামৃত পাঠ, সন্ধ্যা আরতি ও হরিনাম সংকীর্তন হবে।

২. ৩.১.২০২৪, বুধবার, সারদা মায়ের ১৭১ তম শুভ জন্ম জয়ন্তী পালন, সকাল ৮.৩০ টা থেকে ৫ পর্য্যন্ত।এই উপলক্ষে মায়ের বিশেষ পূজা,ভোগ,আরতি,পুষ্পাঞ্জলি,হোম, ভক্তিগীতি,মায়ের জীবনী পাঠ ও আলোচনা,হরিনাম সংকীর্তন,প্রসাদ বিতরণ ও মেয়েদের জন্য আল্পনা,মেহেদী ও শঙ্খধ্বনি প্রতিযোগিতা হবে।

৩. ৭.১.২০২৪, রবিবার, বেলা, একটা থেকে বিদ্যালয় স্তরীয় রচনা,কবিতা আবৃতি,ভাষণ,সংগীত ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা হবে।প্রতিযোগিতায় যে কোনো স্কুল ও কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীরা ভাগ নিতে পারে।

৪. ১২.১.২০২৪, শুক্রবার, বিবেকানন্দ জয়ন্তী ও রাষ্ট্রীয় যুব দিবস পালন, প্রতি বছরের মতো এ বছর ও মাতাজী আশ্রমে আগামী ১২ ই জানুয়ারী ২০২৪ শুক্রবারে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম শুভ জন্ম জয়ন্তী সহ রাষ্ট্রীয় যুব দিবস সকাল ৯ টা থেকে ৫ টা পর্য্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধুমধামের সাথে পালন করা হবে।এই উপলক্ষে স্বামীজীর বিশেষ পূজা,আলোচনা,স্বামীজীর জীবনী পাঠ,পুরস্কার বিতরন, প্রসাদ বিতরন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এই উপলক্ষে সকল ভক্ত,ছাত্র ছাত্রী,মা,বোন ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সবাই কে মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে এগ্রিম নিমন্ত্রণ দেওয়া হচ্ছে।

নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় টিকিটের জন্য গৌরব গগৈ, প্রদ্যুৎ বরদলৈ এবং রকিবুল হোসেনের আবেদনপত্র দাখিল

রাজিব ভবনে কংগ্রেসের প্রার্থীদের টিকিট কেন্দ্রিক আবেদন পত্র দাখিল করার সময়সীমা ১৯ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রতীক্ষার অন্ত। অবশেষে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈর প্রতিদ্বন্দিতা করা লোকসভা কেন্দ্র সুনিশ্চিত হয়েছে। পূর্বে অনুমান করা অনুযায়ী তিনি এবার নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের জন্য দলীয় টিকিটের আশা করে আবেদন পত্র দাখিল করেছেন। তবে এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই বর্তমান নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। নিজের প্রতিনিধি পাঠিয়ে এই সংক্রান্তে দলীয় টিকিটের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করেছেন তিনি। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেন এবার এই একই নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের জন্য টিকেট চেয়ে আবেদন পত্র দাখিল করেছেন। তবে দলীয় প্রার্থীদের সুবিধার্থে টিকিট কেন্দ্রিক আবেদন পত্র দাখিল করার সময়সীমা ১৯ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে রাজীব ভবন।

প্রসঙ্গত নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সাংসদ গৌরব গগৈ এবং সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈর মধ্যে টানাটানি চলছে। বহুদিন ধরে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের বর্তমান সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈকে টেক্কা দিয়ে সেখানে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন সাংসদ গৌরব গগৈ। মূলত রাজ্যে লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের পর বর্তমান সাংসদ হয়ে থাকা গৌরব গগৈর কলিয়াবর কেন্দ্র প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাছাড়া কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্রের নতুন নাম কাজিরাঙ্গা বলে ঘোষণা করে আগের কেন্দ্রের বহু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা নগাঁও স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈর কাছে কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দিতা করার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার পরেই সাংসদ গৌরব গগৈ নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের প্রতি নজর দিয়েছিলেন। তবে এই কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ সমানভাবে নিজের কেন্দ্র আঁকড়ে ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

তবে এই বিষয়টির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয় প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেছেন সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী মূলের নাগরিক থাকা নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কংগ্রেসের গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈর মধ্যে টানাটানি চলছে। তিনি বলেছেন নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী ব্যক্তি রয়েছে বলে কংগ্রেসের গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সংক্রান্তে টানাটানি চলছে। অথচ অন্যান্য লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে কোনো আকর্ষণ নেই কংগ্রেসের এই দুই নেতার। মঙ্গলদৈ ওদালগুড়ি, গুয়াহাটি, বরপেটা, ডিব্রুগড়, তেজপুর, লক্ষিমপুর লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে কোনো কংগ্রেস নেতার নাম উচ্চারিত হচ্ছে না। শুধুমাত্র নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে কংগ্রেসের গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈ কাড়াকাড়ি করছেন। কংগ্রেসের দুই নেতার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া এই টানাটানির প্রধান কারণ নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী ব্যক্তি রয়েছে। মূলত এই কেন্দ্রের অধীনে ধিং, রূপহী, লাহরীঘাট এলাকা থাকার জন্য গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈর মধ্যে কংগ্রেসের লোকসভা নির্বাচনের টিকেট নিয়ে ঝগড়া চলছে। তাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে। কারণ অন্যান্য কেন্দ্রে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী ব্যক্তি নেই। শুধুমাত্র ধিং, রূপহী, লাহরীঘাট এলাকা থাকার জন্য তারা নিশ্চিত হয়েছেন যে নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করবে। এর ফলে অন্যান্য লোকসভা কেন্দ্রের প্রতি কংগ্রেসের কোনো ধরনের আকর্ষণ নেই বলে মন্তব্য করেছিলেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

ফলে প্রচার মাধ্যম এবং শাসক দল বিজেপি পূর্বে অনুমান করা অনুযায়ী সাংসদ গৌরব গগৈর নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিশ্চিত হয়েছে। মঙ্গলবার অসম প্রদেশ কংগ্রেসের মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে নিজের প্রতিনিধি পাঠিয়ে দলীয় টিকিটের জন্য আবেদন পত্র দাখিল করেছেন সাংসদ গৌরব গগৈ। একইভাবে প্রত্যাশা অনুযায়ী নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় টিকিটের জন্য নিজের প্রতিনিধি পাঠিয়ে আবেদনপত্র দাখিল করলেন সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেছেন আবেদনপত্র দাখিল করার ক্ষেত্রে দলের কিছুটা নীতি নিয়ম রয়েছে। সেটা প্রত্যেককে মানতে হবে। সেটা মেনেই তিনি দলীয় টিকিটের জন্য আবেদন পত্র দাখিল করেছেন। প্রদ্যুৎ বরদলৈ বলেন তিনি বর্তমান নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ। ফলে একজন সিটিং এমপি হিসাবে এই কেন্দ্র থেকে দলের টিকিটের জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে তার অধিকার রয়েছে। তাছাড়া দলের হাইকমান্ড পুনরায় তাকেই দলীয় টিকিট দেবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রদ্যুৎ বরদলৈ।

অন্যদিকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের জন্য নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে দলীয় টিকিটের আশায় অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন পত্র দাখিল করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেন। গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈর পাশাপাশি তার লোকসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নগাঁও কেন্দ্র থেকে আবেদন পত্র দাখিল করা বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেন বলেন তিনি নগাঁও এর স্থানীয় বাসিন্দা। এখানেই তার বাড়ি। তাছাড়া নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা একটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি পাঁচ বার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে এক্ষেত্রে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে দলীয় টিকিটের জন্য আবেদন পত্র দাখিল করা একটি স্বাভাবিক এবং গতানুগতিক বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেন।

পুরানো দিনের পরিপাটি ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে

সুনীল কুমার দে

পোটকা ঃ মানুষ যত আধুনিক ও শিক্ষিত হচ্ছে ধীরে ধীরে তত পুরানো পরিপাটি,পরম্পরা ও সংস্কৃতি গুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে।মানুষ তাদের মৌলিকতা হারাচ্ছে।হারাচ্ছে জীবন থেকে খুশি,আনন্দ,শান্তি,আত্মীয়তা ও মধুর সম্বন্ধ। আজ থেকে আমি ৫০ বছর পিছনে যাব।আগেকার দিনে প্রায় সবাই কৃষির উপর নির্ভর করতো তাই কম বেশি সবাই চাষ করতো।অগ্রহায়ন মাস কে ধান কাটার মাস বলা হতো।অগ্রহায়ন সংক্রান্তি পর্যন্ত সবাই ধান কাটা শেষ করতো।ধান কাটা হয়ে গেলে খেত থেকে ধান ঠাকুর আনতো, হরি হরি বল হরিবোল হরি।খালা ভর্তি চিড়া গুড় ভোগ খেতে সেকি আনন্দ ছিল তা মুখে বলা যায় না।পৌষ মাস টা ধান পিটা অর্থাৎ ধান ঝাড়ার কাজ কাঠের পিটনা শুরু হতো।এখন প্রায় উঠে গেছে।এখন মেশিনে ধান ঝাড়া হয়।তারপর চলতো ধান সিদ্ধ করার কাজ খামারে জোল করে মাটির হাঁড়ি কিংবা টিনের দ্বারা।এ সব আজকল দেখা যায় না।অগ্রহায়ন সংক্রান্তি কে ছোট মকর বলা হয়।পিঠে দিয়ে শুরু হতো পৌষ মাস।পৌষ মাস মানে মকর পরব আসতে আর দেরি নেই।গ্রামে গ্রামে সাজ সাজ রব।ধান বিক্রয় করে নুতন জামা কাপড় কেনার ধুম পড়ে যেতে।গ্রামে গ্রামে শুরু হতো টুসু গানের আখড়া,শুরু হতো টুসু নির্মাণের কাজ।মকর পরব কে অনেকেই আবার টুসু পরব বলে।তখনকার দিনে গ্রামে দল ঘাস কাটার রেওয়াজ ছিলো।পুকুরে দল ঘাস কাটা হতো সারা মাস ধরে আর শুকিয়ে এক জায়গায় জমা করা হতো।মকরের আগের দিনে অর্থাৎ বাওউড়িতে কোনো পুকুরে কিংবা নদীর ধারে সেই শুকনো দল ঘাস কে গরুর গাড়িতে নিজে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো।কলমি গাছের ডাল দিয়ে কুমা বা ঝুপড়ী বানাতো হতো।সারা রাত গ্রামের ছেলেরা সেখানে থাকতো,টুসু গান করতো,পকোড়ি মুড়ি কিংবা আধা সিদ্ধ ঘুগনি মুড়ি কিংবা বেগুনি অথবা চোপ খেয়ে আনন্দ উপভোগ করা হতো।ভোর থেকে আঘিরা জ্বালানো হতো ও নদীতে চান করা হতো।সকালে নুতন জামা পেন্ট পরে ঘরে আসা হতো ও পিঠে পুলি খাওয়া হতো।কোনো কোনো গ্রামে আবার মকরের কীর্তন হতো।আজ ও মকর হয় কিন্তু আগেকার পুরানো ধারা ও পরিপাটি গুলো ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে।ভয় হয় একদিন না এই আধুনিক জীবন ধারা আমাদের পুরাতন সংস্কৃতি,পরম্পরা,ধারা গুলো কে শেষ করে দিয়ে আমাদের কে বনে জঙ্গলে না নিয়ে যায়।আধুনিকতা মানে সব কিছু গুঁড়িয়ে শেষ করে দেওয়া নয়,নিজেদের অস্তিত্ব কে বাঁচিয়ে রাখার নাম আধুনিকতা।

নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সাচিনের রেকর্ড ভাঙলেন সৌম্য সরকার

ঢাকা ঃ সৌম্য সরকার বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের হয়ে এমন এক সময়ে নিউজিল্যান্ডের নেলসনে একটি অনবদ্য ইনিংস খেললেন যখন বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ গভীর নিদ্রায়। বাংলাদেশ সময় ভোর চারটায় শুরু হওয়া এই ম্যাচটিতে সৌম্য একে একে ৫০, ১০০ ও ১৫০ রান স্পর্শ করে এগোতে থাকেন। পৃথিবীর এই প্রান্তে ঘুমকাতুরে চোখে অনেকেই চোখ কচলে স্কোরকার্ড দেখে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অনেকেই সকালে উঠে ফেসবুকে নিজেদের অনুভূতি শেয়ার করেন এভাবে, ’সৌম্য! এমন ইনিংস! অবিশ্বাস্য’! যে সৌম্য সরকার বাংলাদেশ দলের হয়ে গত চার বছরে এই সিরিজের আগে মাত্র পাঁচ ইনিংসে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছেন সেই সৌম্যকে ব্যাট হাতে অনেকের কাছেই অচেনা লাগছিল। আজকের সৌম্যকেও অনেকের কাছে অচেনা লেগেছে, অনেকের মতে অনিয়মিত সৌম্য নেলসনেও দেখালেন সেটারই আরেক নিদর্শন। নিউজিল্যান্ডের মাঠে ১৫১ বলে ১৬৯ রানের এক বিরল ইনিংস খেলেছেন সৌম্য সরকার। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে কোন এশিয়ান ব্যাটারের এর আগে সর্বোচ্চ ইনিংস ছিল সাচিনের, ১৬৩ রান। সৌম্য সেই রেকর্ড ভেঙ্গে দিলেন। ২০০৯ সালে ভারতের ব্যাটিং কিংবদন্তী সাচিন টেন্ডুলকার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ক্রাইস্টচার্চে ১৬৩ রানের একটি ইনিংস খেলেছিলেন। সেই ম্যাচে ভারত ৫৮ রানে বিজয়ী হয়েছিল। তবে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড ২০১৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মার্টিন গাপটিলের অপরাজিত ২৩৭। নেলসনে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অন্য ব্যাটাররা ও সৌম্য সরকার যেন বিপরীতমুখী ব্যাটিংয়ের প্রদর্শনী দেখান। ৫৮ বলে সৌম্য সরকার যখন ৫০ রান পূর্ণ করেন, ততক্ষণে সৌম্য সরকারের বিপরীত প্রান্তে চারজন ব্যাটার আউট হয়ে ফিরে গেছেন। এনামুল বিজয় করেছেন ২, লিটন দাস ৬, নাজমুল শান্ত ৬ রান ও তাওহীদ হৃদয় ১২। এরই মধ্যে সৌম্য নিজের স্বভাবসুলভ ব্যাটিংয়ে খানিকটা ধীরতা নিয়ে আসেন। নিজের পছন্দের স্কোরিং জোন মিড উইকেটে চার মেরে শুরু করেন সৌম্য সরকার। এরপর কভার, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, ফাইন লেগ, স্কয়ার লেগ উইকেটের চারিপাশে শট খেলার পারদর্শিতা দেখান সৌম্য সরকার। এর আগে ৫০ রান স্পর্শ করতে সৌম্য ৯টি চার মারেন। তবে ৫০ থেকে ১০০তে পৌঁছাতে সৌম্য সরকার মারেন চারটি চার। এর মাঝে ৯২ রানে থাকা অবস্থায় একবার ক্যাচও তুলে দেন সৌম্য, নিউজিল্যান্ডের উইল ইয়াং ক্যাচটা ধরতে পারেননি। ৫৮ বলে ৫০ ও ১১৬ বলে ১০০ করা সৌম্য ঝড় তোলেন ১০০ পার করার পরে, শতক পূর্ণ করার পরের ৩৫ বলে ৬৯ রান তোলেন সৌম্য সরকার। এই শেষ অংশে দুটি ছক্কাও হাকান তিনি, দুটি ছক্কাই তার প্রিয় স্কয়ার লেগ ও মিডউইকেটের ওপর দিয়ে। সৌম্য তার ক্যারিয়ারের সেরা ওয়ানডে ইনিংসটাই খেললেন নেলসনে। ম্যাচটা বাংলাদেশ হেরে গেলেও ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন সৌম্য সরকার। সৌম্য যথাযথ সঙ্গ পেলে আরও স্বতস্ফুর্ত ব্যাট চালাতে পারতেন বলেই মনে করছেন তিনি। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ম্যাচটা জিতলে আমার ইনিংসটা আরও স্পেশাল হতে পারতো। আমরা পাওয়ার প্লেতে ৩ উইকেট হারিয়েছি। দুটি জুটিও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভেঙ্গে গেছে। ম্যাচের শেষে নিজের প্রিয় শটের কথাও মনে করিয়ে দিলেন, মিড উইকেট দিয়ে পুল শটে ছক্কা। সৌম্য সরকারের ১৬৯ বাংলাদেশের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওয়ানডে ব্যক্তিগত ইনিংস,এক নম্বরে আছে লিটন দাসের ১৭৬ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। বাংলাদেশের করা ২৯১ রানের মধ্যে ১৬৯ রানই সৌম্য সরকারের, যা মোট রানের ৫৮ শতাংশ এটাও বাংলাদেশের জন্য রেকর্ড। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্বকাপের ঠিক আগের ম্যাচটিতে সৌম্য ডাক মারেন, ফলে নির্বাচকদের কাছে সৌম্য নিজেকে প্রমাণ করতে পারেননি। অনেকে বলেছেন সৌম্য সরকারের ভারতে যাওয়ার ভিসাও করা ছিল, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট ও নির্বাচকরা যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পাননি তাকে বিশ্বকাপে নেয়ার। বিশ্বকাপের পরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজেও সৌম্য সরকার শুরু করেন ব্যর্থতা দিয়ে। চন্ডিকা হাথুরুসিংহের প্রিয় শিষ্য হিসেবে পরিচিত সৌম্য সরকার, এবং তার পারফরম্যান্সও কথা বলেছিল সৌম্যর হয়ে। ২০১৫ সালে সৌম্য সরকার ৫১ গড় ও ১০২ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেন, এই সমন্বয় বাংলাদেশের কোনও ব্যাটারের নেই এক বছরে। ২০১৮ সালেও সৌম্য ৬ ম্যাচে ২৫৫ রান তোলেন ৪২ গড় ও ১০৬ স্ট্রাইক রেটে। ২০১৯ সালে সৌম্য সরকার বাংলাদেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ রানের মালিক ছিলেন, স্ট্রাইক রেট ছিল ৯৯। হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২০১৫ বিশ্বকাপে ৫০ দিয়েই শুরুটা ছিল, ওই বছর পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনি ১১০ বলে ১২৭ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৮৮ ও ৯০ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেন। ওই সময়ের সৌম্য সরকারের কথাই অনেকে বলে থাকেন যখন তাকে দলে নেয়া হয়। কিন্তু সৌম্য গত চার বছরে বিশেষত ২০২০ সালের শুরু থেকে ওয়ানডে ফরম্যাটে যথেষ্ট পরিমাণে সুযোগ পাননি। এই সিরিজের আগে তিনি ৮ ম্যাচে সুযোগ পেয়েছেন যার মধ্যে মাত্র ৫টিতে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। তবে এই সময়ে সৌম্যকে বিবেচনা করা হয়েছে মূলত তার টি টোয়েন্টি ব্যাটিং দেখে। ২০২১ সাল থেকে ১৬টি টি২০ ম্যাচে সৌম্য সরকার একবারও ৩০ রানও করতে পারেননি। আবার ঘরোয়া ক্রিকেটে তার পারফরম্যান্স ছিল বাজে। যেমন বাংলাদেশের ক্রিকেটে ঘরোয়া ক্রিকেটের মানদণ্ড ধরা হয় ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ টি২০ আসরকে। ২০২২ সালের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে সৌম্য সরকার ৮ ম্যাচে কোনও মতে ১০০ রান পার করেছেন, ১৫ গড়ে। এবারও সৌম্য সরকার ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে মোহামেডানের হয়ে ২৬ গড় ও ৮৩ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন, যার চেয়ে ভালো পরিসংখ্যান নিয়ে তিনি বাংলাদেশের হয়ে ব্যাট করেছেন। তাই তাকে দলে নেয়া নিয়ে নির্বাচকরা ও চন্ডিকা হাথুরুসিংহে সমালোচনার মুখে পড়েছেন। হাথুরুসিংহে এই ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনেও একরকম অসহায় হয়েই বলেছেন, সৌম্যর কী সমস্যা আমি জানিনা। প্রিয় শিষ্য সময়মত এমন এক ইনিংস খেলার পর খানিকটা স্বস্তি পাবেন হাথুরুসিংহে। সৌম্যকে দলে নেয়া নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিতর্কের মুখে পড়েছেন তিনিই। মূলত সৌম্য সরকার ছাড়া বাংলাদেশের কেউই ব্যাট হাতে ভালো করতে পারেননি। সৌম্য ও মুশফিক ছাড়া কেউ ২০ রানও পার করতে পারেননি। ১০০ রানের মধ্যেই বাংলাদেশ চার উইকেট হারিয়েছে। এরপর বল হাতেও নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারদের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি বাংলাদেশ। হাসান মাহমুদ ও তানজিম সাকিব ওভারপ্রতি আটের বেশি রান দিয়েছেন। নবাগত রিশাদ হোসেন ৯ ওভার ২ বলে ৬২ রান দিয়েছেন। নিউজিল্যান্ড সহজ ম্যাচ জিতে সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে।

ইউরো থেকে ছিটকে যাওয়ার কথা জানালেন কোর্তোয়া

প্যারিস ঃ গত আগস্টে মৌসুম শুরুর আগ মুহূর্তে রিয়াল মাদ্রিদের অনুশীলনে গুরুতর চোটে পড়েন বেলজিয়ান গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানা যায় হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে তাঁর। এরপর চিকিৎসকের ছুরির নিচেও যেতে হয় তাঁকে। সে সময় জানা যায়, আগামী বছরের এপ্রিল পর্যন্ত মাঠের বাইরে থাকতে হবে এই গোলরক্ষককে। তখন থেকেই পুনর্বাসনে আছেন কোর্তোয়া।

লম্বা সময়ের জন্য কোর্তোয়াকে না পেয়ে বিকল্প হিসেবে রিয়াল ধারে চেলসি থেকে নিয়ে আসে কেপা আরিসাবালাগাকে। তবে এপ্রিলের মধ্যে কোর্তোয়ার সেরে ওঠার কথা থাকলেও এখন ভিন্ন কথাই জানালেন এ গোলরক্ষক। এই চোটে আগামী বছরে ইউরোতে খেলতে না পারার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন কোর্তোয়া।

মঙ্গলবার বেলজিয়ামের সংবাদপত্র স্পোরজাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ খবর নিশ্চিত করেছেন কোর্তোয়া। ইউরোতে খেলতে না পারা নিয়ে এ সময় নিজেদের হতাশার কথাও জানান এ গোলরক্ষক। কোর্তোয়া বলেছেন, ‘চোটের কারণে ইউরোতে আমার খেলা হবে না। প্রথমত, আমাকে শতভাগ সেরে উঠতে হবে এবং এ জন্য ফেরার কোনো তারিখ আগে থেকে ঠিক না করায়

ভালো হবে। যদি আমি ভাগ্যবান হই তবে আমি মে মাসে ম্যাচ খেলতে পারব। কিন্তু আমি কখনোই ইউরোর মতো বড় টুর্নামেন্টের জন্য শতভাগ ফিট হতে পারব না।’

সুযোগ পেলেও কেন ইউরোতে খেলবেন না সেটা ব্যাখ্যা করে কোর্তোয়া বলেছেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত দলের ভালো গোলরক্ষক আছে আমি ৮০ শতাংশ ফিট হয়ে গোলবারের নিচে দাঁড়াব না। আমি জাতীয় দলের খেলার সম্মানকে এক পাশে সরিয়ে রেখে জুনে দলকে সমর্থন দিয়ে যাব। আশা করি আমরা ইউরোপিয়ান শিরোপা জিততে পারব।’ কোর্তোয়া জানিয়েছেন এই ধরনের চোটে ভোগা অন্য খেলোয়াড়দের কাছ থেকে শুভকামনার বার্তাও পেয়েছেন, ‘আমি একই চোটে ভোগা অন্য খেলোয়াড়দের কাছ থেকে অনেক বার্তা পেয়েছি। আসেনসিও, ফ্যালকাও এবং মিকেল ওইরাসাবাল আমাকে বার্তা পাঠিয়েছে।’

চোট সমস্যা অবশ্য কোর্তোয়ার জন্য নতুন কিছু নয়। গত মৌসুমেও একাধিকবার হ্যামস্ট্রিং ও নিতম্বের চোটে পড়েন এই বেলজিয়ান তারকা। যে কারণে খেলতে পারেননি ক্লাব বিশ্বকাপেও। মিস করেছিলেন চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লা লিগারও বেশ কয়েকটি ম্যাচও।

উল্লেখ্য, আগামী বছরের ১৪ জুন থেকে শুরু হবে ইউরো। ১৭ জুন স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নিজেদের ইউরো অভিযান শুরু করবে বেলজিয়াম। গ্রুপ ‘ই’ বেলজিয়াম ও স্লোভাকিয়ার সঙ্গে খেলবে রোমানিয়া এবং প্লেঅফ থেকে জিতে আসা দল।

পাতিরানা, চাহার, শার্দূলদের ভিড়ে মোস্তাফিজ কি চেন্নাইয়ে সুযোগ পাবেন

কলকাতা ঃ আইপিএলে এবার দল পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ২ কোটি ভিত্তিমূল্য তাঁকে দলে নিয়েছে আইপিএল ইতিহাসে অন্যতম সেরা দল চেন্নাই সুপার কিংস। চেন্নাই সুপার কিংস আইপিএলে মোস্তাফিজের পঞ্চম ফ্র্যাঞ্চাইজি। এর আগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, রাজস্থান রয়্যালস ও দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলেছেন ২৮ বছর বয়সী পেসার।

২০১৬ ও ২০২১ আসর বাদ দিলে কোনো মৌসুমেই ৮টির বেশি ম্যাচ খেলতে পারেননি মোস্তাফিজ। দলের কম্বিনেশনের কারণে বেঞ্চ গরম করতে হয়েছে। আইপিএলের সবশেষ মৌসুমেও দিল্লির হয়ে ম্যাচ খেলেছেন মাত্র ২টি। এবার মোস্তাফিজের ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা কেমন? চেন্নাইয়ে মোস্তাফিজের সতীর্থই বা কারা?

চেন্নাইয়ের স্কোয়াডে মোট ক্রিকেটার আছেন ২৫ জন। বিদেশি ক্রিকেটার ৮ জন। গতকাল নিলাম থেকে তারা কিনেছে নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র, শার্দূল ঠাকুর, ড্যারেল মিচেল, সামির রিজভি ও মোস্তাফিজুর রহমানকে।

এর মধ্যে মিচেলকে কিনতেই ১৪ কোটি টাকা খরচ করেছে চেন্নাই। ২০ বছর বয়সী সামির রিজভিকে পেতে খরচ করেছে ৮ কোটি ৪ লাখ। শার্দূলকে তারা নিয়েছে ৪ কোটি টাকাতে। রবীন্দ্রকে ১ কোটি ৮ লাখ টাকাতে আর মোস্তাফিজকে ২ কোটি টাকাতে কিনেছে।

নিলামের আগে থেকেই চেন্নাইয়ের স্কোয়াড মোটামুটি প্রস্তুতই ছিল। গতকাল নিলামে মূলত আরও কয়েকটি বিকল্প বাড়িয়েছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা।

চেন্নাই স্কোয়াড

ওপেনার ঃডেভন কনওয়ে, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, রাচিন রবীন্দ্র
মিডল অর্ডার ঃঅজিঙ্কা রাহানে, সামির রিজভি, মাহেন্দ্র সিং ধোনি, শাইক রাশিদ, আরাভেল্লি আভানিশ
অলরাউন্ডার ঃ রবীন্দ্র জাদেজা, ড্যারেল মিচেল, মঈন আলী, শিবম দুবে, নিশান্ত সিন্ধু, অজয় মণ্ডল
পেসার ঃ দীপক চাহার, শামিল ঠাকুর, সিমারজিত সিং, তুষার দেশপান্ডে, মাতিশা পাতিরানা, মুকেশ চৌধুরী, রাজাভর্ধন হ্যাঙ্গারকার, মোস্তাফিজুর রহমান
স্পিনার ঃমহীশ তিকশানা, মিচেল স্যান্টনার, প্রশান্ত সোলাঙ্কি

চেন্নাই দলে বিদেশি হিসেবে গত মৌসুমে বেশির ভাগ ম্যাচ খেলেছেন কনওয়ে, পাতিরানা, মঈন , তিকশানা, স্যান্টনার। চেন্নাই একাদশে খুব বেশি পরিবর্তনে বিশ্বাসী নয়। তারা ক্রিকেটারদের বেশি সুযোগ দিয়ে থাকে। এবার মাহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে বিকল্প বেড়েছে কিছু। ব্যাটিং অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন রবীন্দ্র। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে দলে এসেছেন মিচেল।

চেন্নাইয়ে এরই মধ্যে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন লঙ্কান পেসার পাতিরানা। গত মৌসুমে শিরোপা জেতাতে রেখেছেন বড় ভূমিকা। তাই বিদেশি পেসার হিসেবে পাতিরানাই প্রথম পছন্দ। সঙ্গে দলে আছেন চাহার, তুষার দেশপান্ডের মতো পেসার। পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন শার্দূল। সে হিসেবে মোস্তাফিজের একাদশে থাকার সম্ভাবনা বেশ কমই, তবে পাতিরানা বেশ চোটপ্রবণ। তাই তাঁকে বিশ্রাম দিয়ে বেছে বেছে খেলানোর পরিকল্পনা করতে পারে চেন্নাই। আর তখনই একাদশে সুযোগ মিলতে পারে মোস্তাফিজের।

সব মিলিয়ে মোস্তাফিজ আইপিএলে ৪৮ ম্যাচে ৭.৯৩ ইকোনমি রেটে ৪৭ উইকেট নিয়েছেন। ২০১৬ সালে আইপিএলের অভিষেক মৌসুমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে শিরোপা জেতাতে বড় ভূমিকা ছিল মোস্তাফিজের। মাত্র ৬.৯০ ইকোনমি রেটে নিয়েছিলেন ১৭ উইকেট। পেয়েছিলেন টুর্নামেন্টের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি, যা আইপিএল ইতিহাসে একমাত্র অভারতীয় হিসেবে এই পুরস্কার জয়ের কীর্তি।

এরপর আরও কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেললেও প্রথম আসরের মতো আর পারফর্ম করতে পারেননি। এবার মাস্টারমাইন্ড ধোনির দলে কি পুরোনো মোস্তাফিজকে দেখা যাবে? নাকি থাকবেন ব্যাকআপ পেসার হিসেবেই?

আফগানিস্তানে সন্তানের খিদে ভোলাতে ঘুমপাড়ানি ওষুধ দিচ্ছেন মা

কাবুল (ওয়েবডেস্ক)ঃ আমার ছোট্ট মেয়েটার জন্য শেষবার দুধ কিনতে পেরেছিলাম দু'মাস আগে । এখন ওর দুধের বোতলে চাই ঢেলে রাখি। কখনও বা চায়ে পাঁউরুটি ডুবিয়ে মেয়েটাকে খাওয়াই, বলছিলেন কাবুলের পূর্ব শহরতলির বাসিন্দা সোহেলা নিয়াজী।
পাহাড়ের উপর মাটির ইঁট দিয়ে তৈরি বাড়ির মেঝেতে বসে তাঁর কথাগুলি বললেন ওই মা।

তাঁর বাড়িতে যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই। সেখানে পৌঁছতে খাড়া, কাদাভর্তি পথের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে নর্দমার নোংরা জল। স্বামীকে হারিয়েছেন সোহেলা। তাঁর ছয়টি সন্তান রয়েছে, যাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতম হল ১৫ মাসের এক কন্যা সন্তান। বাচ্চাটির নাম হুসনা ফাকেরি।

যে চায়ের কথা সোহেলা উল্লেখ করছিলেন সেটা আফগানিস্তানের ঐতিহ্যগত পানীয়। সবুজ পাতা এবং গরম জল দিয়ে তৈরি এই চা। এতে কোনও দুধ বা চিনি থাকে না। এই চায়ে কিন্তু শিশুর পুষ্টির কোনও উপাদান নেই।

সোহেলা সেই এক কোটি মানুষের একজন, যাঁদের কাছে গত এক বছর যাবত 'ইউনাইটেড নেশনস ওয়ালর্ড হেলথ প্রোগ্রাম' বা জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর তরফে আসা জরুরি অনুদান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এটা আফগানিস্তানে আনুমানিক বিশ লক্ষ নারী পরিচালিত পরিবারের জন্য একটা বড় ধাক্কা।

ছয় সন্তানের ওই মা জানিয়েছেন তালেবান শাসনকালে তিনি বাইরে কাজ করতে যেতে পারেন না। কাজেই পরিবারের সদস্যদের জন্য খাবারের যোগানও দিতে পারেন না তিনি।

এমন অনেক রাত গিয়েছে, যখন আমাদের খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না। সন্তানদের বলেছি 'এত রাতে কার কাছেই বা চাইতে যাব আমি?' পেটে খিদে নিয়েই এক সময় তারা ঘুমিয়ে পড়েছে।

আর ওরা জেগে উঠলে নিজেকে প্রশ্ন করেছি 'আমার কী করা উচিত এখন!' কোনও প্রতিবেশী কিছু খাবার নিয়ে এলেই, বাচ্চারা 'আমাকে দাও, আমাকে দাও' বলে চিৎকার করে ওঠে। আমি শান্ত করার জন্য তাদের মধ্যে খাবার ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টা করি, তিনি বলছিলেন।

অভুক্ত কন্যা সন্তানকে শান্ত করতে, 'ঘুম পাড়ানি' ওষুধও দিয়েছেন তিনি।

যাতে মেয়েটা ঘুম থেকে জেগে উঠে দুধ না চায়, তাই এটা দিয়ে থাকি আমি। কারণ, ওকে দেওয়ার মতো দুধ আমার নেই। ওষুধ দেওয়ার পর ও এক সকাল থেকে পরদিন সকাল অব্দি ঘুমায়। মাঝে মাঝে আমি পরীক্ষা করে দেখি ও বেঁচে আছে নাকি মারা গিয়েছে, বলেছিলেন সোহেলা নিয়াজী।

মেয়েকে যে ওষুধটা তিনি দিচ্ছেন, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি এটা একটা সাধারণ অ্যান্টিহিস্টামিন বা অ্যান্টিঅ্যালার্জি ওষুধ, যার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হল ঘুম পাওয়া।

চিকিৎসকরা আমাদের জানিয়েছেন, যদিও এই ওষুধটা ট্রানকুইলাইজার এবং অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টগুলোর চেয়ে কম ক্ষতিকারক, এবং অনেক আফগান বাবামা তাঁদের ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েদের দিয়ে থাকেন, তবে মাত্রাতিরিক্ত খেলে এটা শ্বাসকষ্টের কারণ হতে পারে।

সোহেলা নিয়াজী জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী যিনি একজন বেসামরিক নাগরিক ছিলেন ২০২২ সালে পাঞ্জশির প্রদেশে তালেবান বাহিনী ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে লড়াইয়ে গুলিবিনিময়ের সময় নিহত হন। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি 'ইউনাইটেড নেশনস ওয়ালর্ড হেলথ প্রোগ্রাম'-এর পাঠানো অনুদানের উপর (বিশেষত ময়দা, তেল ও বিনস) উপর ভীষণ ভাবে নির্ভর হয়ে পড়েন।

এখন জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর তরফে জানানো হয়েছে, তারা মাত্র তিরিশ লক্ষ মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করতে সক্ষম যা তীব্র খিদের সঙ্গে লড়াই করা মানুষের এক চতুর্থাংশের চাইতেও কম।

ছয় সন্তানসহ ওই নিরুপায় মা এখন সম্পূর্ণভাবে আত্মীয় বা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আসা সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

আমরা যে সময়টা তাঁর পরিবারের সঙ্গে কাটিয়েছি, তার বেশিরভাগটা হুসনা চুপচাপ আর নিষ্ক্রিয় ছিল।

পনেরো মাসের ওই শিশুকন্যা বেশ অপুষ্টির শিকার। জাতিসংঘের সংস্থা ইউনিসেফএর তথ্য অনুযায়ী, আফগানিস্তানের তিরিশ লক্ষেরও বেশি শিশু হুসনার মতো অপুষ্টির শিকার। আরও জানা গিয়েছে, অপুষ্টিতে ভোগা ওই দেশের শিশুদের এক চতুর্থাংশ চরম অপুষ্টির শিকার। জাতিসংঘ বলছে, আফগানিস্তানে এযাবত কালের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি এটা।

প্রসঙ্গত, যে সময়ে অপুষ্টি ওই দেশের শিশুদের বিপর্যস্ত করছে, ঠিক সে সময়েই, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ভেঙে পড়ার হাত থেকে যে অনুদানটা বাঁচিয়ে রেখেছিল, সেটাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

আফগানিস্তান পুনরায় তালেবানের দখলে আসার পর ২০২১ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দ্য রেড ক্রস (আইসিআরসি) আফগানিস্তানের স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন দিত। আর একই সঙ্গে ৩০টিরও বেশি হাসপাতালে ওষুধ ও খাবারও সরবরাহ করেছিল তারা। কিন্তু এখন এখন চালিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ তাদের নেই, এবং আফগানিস্তানের বেশির ভাগ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বিদেশি অনুদান প্রত্যাহার করা হয়েছে। সেখানকার একমাত্র শিশু হাসপাতাল, কাবুলের ইন্দিরা গান্ধী শিশু হাসপাতালও কিন্তু ওই তালিকায় আছে।

এখন সরকার চিকিৎসক ও নার্সদের বেতন দেয় এবং তাদের প্রত্যেকের বেতন অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে, জানান ডাঃ মোহাম্মদ ইকবাল সাদিক। তিনি ওই শিশু হাসপাতালের পরিচালক, যাঁকে তালেবানরা নিয়োগ করেছে।

হাসপাতালটি তার আউটপেশেন্ট বিভাগও বন্ধ করে দিয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করাতেই হবে, একমাত্র সেইসব রোগীদেরই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ ওয়ার্ডটি ভর্তি। অনেক সময় একই বেডে একাধিক শিশুকে রাখতে হয়। শিশু বিভাগের এক কোণের একটি বেডে সুমাইয়া সোজা হয়ে বসে আছে। তার বয়স ১৪ মাস, কিন্তু ওজন নবজাতক শিশুর মতো। তার ছোট্ট মুখটা বয়স্কদের মতো কুঁচকে গিয়েছে।

তার পাশেই রয়েছে মুহম্মদ শফি। ১৮ মাস বয়সে তার ওজন যা হওয়া উচিত তার ঠিক অর্ধেক। মুহম্মদ শফির বাবা ছিলেন একজন তালেবান যোদ্ধা, যাঁর মৃত্যু হয় একটি সড়ক দুর্ঘটনায়। মুহম্মদ শফি তার মাকে হারিয়েছে অসুস্থতার কারণে।

তার বেডের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার বৃদ্ধা নানী হায়াত বিবি আমাদের কাছে আসেন। তাঁর কথা বলতে চান আমাদের।

হায়াত বিবি জানিয়েছেন, তালেবানরা তাঁর নাতিকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এরপর কী হবে সেটা তিনি জানেন না।

'আমি আল্লাহর রহমতের ওপর নির্ভর করছি। আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আমি একেবারে দিশেহারা, হায়াত বিবি বলেন। কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখ ফুলে উঠেছে। আমার নিজের কিছু সমস্যা আছে। মাথায় এত ব্যাথা, যে মনে হয় এক্ষুনি ফেটে যাবে, বলে চলেন হায়াত বিবি।

আমরা তালেবান সরকারের প্রধান মুখপাত্র জাবিহ্উল্লাহ মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, অনুদান আনার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে তারা কী কথাবার্তা বলছেন।

তিনি বলেন, যে দেশগুলি অনুদান পাঠায়, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। সেই কারণে অনুদান কমেছে। কোভিড এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ বিশ্বকে এই দুই বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীনও হতে হয়েছে। তাই তাদের কাছ থেকে সাহায্য আশা করতে পারি না। আর কথা বলেও কোনও সাহায্য পাব না।

জাবিহ্উল্লাহ মুজাহিদের মতে, আমাদের আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। আমাদের অর্থনীতি স্থিতিশীল হয়েছে এবং আমরা খনির ইজারা দিচ্ছি যা হাজার হাজার কর্মসংস্থান তৈরি করবে। তবে আমি এ কথা বলছি না যে সহায়তা বন্ধ করা উচিত কারণ আমাদের সামনে এখনও অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

কিন্তু তিনি কি বুঝতে পারছেন, যে তালেবানের নীতিগুলোও সমস্যার কারণ এবং দাতা দেশগুলো এমন একটা দেশকে অর্থ দিতে চায় না যেখানে সরকার মহিলাদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে?

জাবিহ্উল্লাহ মুজাহিদ জবাবে বলেন, যদি সাহায্যকে চাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তা হলে 'আফগাআনিস্তান ইসলামিক আমিরাত'-এর নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে এবং যে কোনও মূল্যে তারা তা রক্ষা করবে। অতীতে আমাদের মূল্যবোধ রক্ষার জন্য আফগানরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং অনুদান হ্রাসের বিষয়টিও তারা মানিয়ে নেবে।

জাবিহ্উল্লাহ মুজাহিদের মন্তব্য কিন্তু অনেক আফগানকেই সান্ত্বনা দিতে পারবে না। কারণ আফগানিস্তানের দুইতৃতীয়াংশ মানুষ জানে না তাদের এরপর তাদের খাবার কোথা থেকে আসবে।

আমরা কাবুলের রাস্তায় একটি ঠান্ডা, আর্দ্র, এক কক্ষের বাড়িতে একজন নারীর সাথে দেখা করি যিনি বলেছেন যে তালেবানরা তাকে রাস্তায় ফল, শাকসব্জি, মোজা এবং অন্যান্য জিনিস বিক্রি করতে বাধা দিয়েছে।

তাঁকে একবার আটক করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই নারী। যুদ্ধের সময় তাঁর স্বামী নিহত হন। চার সন্তান রয়েছে তাঁর।

নিজের পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে ভেঙে পড়েন তিনি। অসহায়ভাবে বেশ কয়েক মিনিট ধরে কাঁদতে থাকেন।

তাঁর কথায়, কাজ করার এবং সৎ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য জীবিকা নির্বাহের অনুমতি দেওয়া উচিত ওদের (তালেবানদের)। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমরা অন্যায় কিছু করছি না। শুধুমাত্র বাচ্চাদের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা উপার্জন করতে যাই আর ওরা আমাদের এভাবে হেনস্থা করে।

বাধ্য হয়ে তাঁর ১২ বছরের ছেলেকেও কাজে পাঠাতে হয় তাঁকে।

ওই নারী বলছিলেন, আমি এক তালেবান ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কাজ না করতে দিলে আমি সন্তানদের কী খাওয়াব? উত্তরে সে বলেছিল প্রয়োজনে বিষ খাওয়াও কিন্তু ঘরের বাইরে বেরোবে না!

একই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন, দুইবার তালেবান সরকার আমাদের আর্থিক সাহায্য করেছিল কিন্তু তা প্রয়োজনের ধারকাছ দিয়েও যায় না।

তালেবানদের কাবুল দখলের আগে, সরকারি ব্যয়ের তিনচতুর্থাংশ আসত বিদেশি অনুদান থেকে। পূর্ববর্তী সরকারকে ওই অর্থ সরাসরি দেওয়া হত। ২০২১ সালের আগস্টে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যা অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে।

সাহায্যকারী সংস্থাগুলি একটি সাময়িক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য সরবরাহ করতে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারাও আর নেই। একই অবস্থা আমরা বিগত কয়েক বছর ধরে বারবার দেখে চলেছি।

আফগানিস্তানের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করা কঠিন। লক্ষ লক্ষ মানুষ শুকনো রুটি আর জলের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে।

এঁদের অনেকেই হয়তো সামনের শীতকালটুকুও পার করতে পারবেন না!

টুকরো খবর

বাইকের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু দুই,আহত দুই,চাঞ্চল্য হরিশ্চন্দ্রপুরে

মালদা ঃ দুটি মোটর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম দুই,মৃত দুই।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাত আটটা নাগাদ ভালুকাগামী রাজ্য সড়কে বনসরিয়া ও বড়াডাঙি গ্রাম দুটির মাঝে রাজ্য সড়কের উপরে।দুর্ঘটনাকে ঘিরে এদিন চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।বাইক দুটিকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় নিয়ে যায় বলে খবর।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত দুই যুবকের নাম মজো আলি(২৫)ও আদম আলী (২০)।মজো আলির বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা নয়াটোলা গ্রামে ও আদম আলীর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগমারা গ্রামে।গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বাগমারা গ্রামের আরো দুই যুবক বাপ্পি আলি(১৭) ও জিসান আলি(১৫)।প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছে,মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইসলামপুর গ্রামে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে পীরের মেলা।বাগমারা গ্রামের তিন যুবক একটি বাইকে চেপে ওই মেলা দেখতে যাচ্ছিলেন।অপরদিক থেকে মেলা দেখে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন মজো আলি।বনসরিয়া ও বড়াডাঙি গ্রাম দুটির মাঝে রাজ্য সড়কের উপরে বাইক দুটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।বাইক থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায় দুই বাইকে থাকা মোট চারজন।দুমড়ে মুচড়ে যায় একটি বাইক।পথ চলতি মানুষেরা তাঁদেরকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে চারজনকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা।মজো আলির চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে মৃত্যু হয় ও মালদা নিয়ে যাওয়ার পথে আদম আলির মৃত্যু হয় বলে খবর।বাকি দুইজনের চিকিৎসা সেখানে চলছে।

বিষাক্ত ফল খেয়ে অসুস্থ ১১ জন শিশু

বালুরঘাট ঃ বিষাক্ত ফল খেয়ে অসুস্থ ১১ জন শিশু। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকের গোকর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের বলদু এলাকার। ঘটনার পরেই গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ওই ১১ জন শিশুকে প্রথমে হরিরামপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং পরে সেখান থেকে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই শিশুরা। জানা গেছে রবিবার ছুটির দিন থাকায় গোকর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের বলদু গ্রামের ওই ছোট্ট শিশুরা একত্রিত হয়ে খেলাধুলা করছিল। যেসময় কাজুবাদাম ভেবে বিষাক্ত ভেন্ডার ফল খেয়ে নেয় ওই শিশুরা। এরপর বাড়ি ফিরতেই শুরু হয় শিশুদের বমি। ঘটনার জেরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই গ্রামের ১১ জন শিশু। যাদের তড়িঘড়ি প্রথমে হরিরামপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং পরে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে সেখান থেকে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসকরা। যেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই ১১ জন শিশু।

কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় অনুষ্ঠিত হলো মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা স্তরের বৈঠক

কোচবিহার ঃ কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় অনুষ্ঠিত হলো মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা স্তরের বৈঠক। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নির্দেশে আজ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেব শর্মা জানান, আগামী তিন দিনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক ২২ টি ব্লকের মধ্যে ২২ টি সভা করা হবে। পরবর্তীতে কোচবিহার জেলায় ১২৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে একটি করে সভার আযোজেন করা হবে। এবং পঞ্চায়েত সমিতির এলাকা ভিত্তিক ৩২৮ টি সভা করা হবে। আগামী ২০ জানুয়ারি মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে একটি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এর আযোজেন করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি জানান প্রতিটি ব্লকের তিনটি করে মিছিল সংঘটিত করা হবে। যার নাম দেওয়া হয়েছে চলো পাল্টাই।

অসহযোগ আন্দোলনের ডাক বিএনপির, ভোট বর্জন ও করখাজনা না দেয়ার আহ্বান

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের বিরোধী দল বিএনপি শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত 'অসহযোগ আন্দোলনের' ডাক দিয়েছে। সাতই জানুয়ারির ভোট বর্জন করা, কর ও ইউটিলিটি বিল না দেয়ার জন্য প্রশাসনের কর্মকর্তাকর্মচারী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহবান জানিয়েছে। দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উদ্ধৃত করে দলের মুখপাত্র ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বুধবার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়েছেন। অবৈধ সরকারকে অসহযোগিতার বিকল্প নেই। সাতই জানুয়ারির ডামি নির্বাচন বর্জন করুন। আপনারা ভোট কেন্দ্র যাবেন না, এটা আপনার অধিকার। কর্মকর্তাকর্মচারীরা দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকুন, বলছিলেন রুহুল কবির রিজভী। একই সাথে সরকারকে ট্যাক্স, খাজনা ও ইউটিলিটি বিল দেয়া স্থগিত রাখা আহবান জানিয়েছে বিএনপি। সেই সঙ্গে ব্যাংকে টাকা রাখা নিরাপদ কি না তা ভাবা এবং আদালতে মামলায় হাজিরা দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের প্রতি আহবান জানিয়েছে। বিএনপি ও সমমনা দলগুলো মূলত গত ২৮শে অক্টোবর ঢাকায় তাদের মহাসমাবেশ পণ্ড হওয়ার পর থেকেই নির্দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ধারাবাহিক হরতাল অবরোধের কর্মসূচি পালন করে আসছে। তবে দলটি বুধবার যখন অসহযোগ আন্দোলন ও ভোট বর্জনের ডাক দিলো তখন প্রায় একই সময়ে বাংলাদেশের সিলেট থেকে নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিএনপি ও সমমনা দলগুলো নির্বাচন বর্জন করলেও আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টিসহ তাদের মিত্র দলগুলো এ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। নির্বাচন বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমেদ বলছেন অসহযোগিতার আহবান জানানোর মধ্য দিয়ে দলটি অহিংস আন্দোলনেই থাকলো, তবে দেখার বিষয় হবে যে মানুষ এমনকি বিএনপি নেতাকর্মীরাই এটা কতটা পালন করে। আদালতে হাজিরা না দেয়া কিংবা বিল, খাজনা, ট্যাক্স না দেয়ার আহবান বিএনপি কতটা বাস্তবায়ন করতে পারে দেখা যাক। তবে মনে রাখতে হবে যে একাত্তরে অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিলো নেতৃত্ব ও জাতীয় ঐক্যের কারণে। এখন জাতি বিভক্ত। এ পরিস্থিতিতে বিএনপি কী করে সেটাও হবে দেখার বিষয়, বলছিলেন তিনি। আন্দোলন সম্পর্কে বিএনপির বক্তব্য প্রথমে উঠে আসে লন্ডনে থাকা দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ভিডিও বার্তায়। এরপর সেই ভিডিও বার্তাকে উদ্ধৃত করে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন করেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, আগামী সাতই জানুয়ারি আরো একটি একতরফা ও পাতানো ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সীলমোহর নেয়ার পরিকল্পনা করেছে। প্রতিটি নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সরকারকে সব ধরনের অসহযোগিতার কোন বিকল্প নেই। প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তাকর্মচারী ও জনগণের প্রতি আহবান জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, বলছিলেন মি. রিজভী। আপনারা আগামী সাতই জানুয়ারির ডামি নির্বাচন বর্জন করুন। কেউ ভোট কেন্দ্রে যাবেন না, এটি আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার। নির্বাচন কমিশন কাদের কাজে জয়ী করবে, গণভবনে সেই তালিকা তৈরি হয়েছে। সুতরাই সাতই জানুয়ারির ডামি নির্বাচনের ভোট গ্রহণে কর্মকর্তা কর্মচারীরা দায়িত্ব পালনে বিরত থাকুন, দলের চেয়ারম্যানকে উদ্ধৃত করে বলেছেন তিনি। তিনি আরো বলেন, ব্যাংকগুলো অবৈধ সরকারের লুটপাটের মাধ্যম। সুতরাং ব্যাংকে টাকা জমা রাখা নিরাপদ কি না ভাবুন। মিথ্যা ও গায়েবী মামলায় অভিযুক্ত নেতাকর্মীরা মামলায় হাজিরা দেয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনাদের সুবিচার করার আদালতের স্বাধীনতা সরকার কেড়ে নিয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি দলটি পাঁচটি আহবান জানিয়েছে। চলমান আন্দোলন চূড়ান্ত সফলতায় পৌঁছুতে দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে দলমতধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে বর্তমান অবৈধ সরকারকে অসহযোগিতা শুরু করুন। অপরকে অসহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করুন। এই আন্দোলনে বিজয় লাভ করেই ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে রেখে দেশে একটি অবাধ সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন রুহুল কবির রিজভী। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমেদ বলছেন বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগসহ কিছু রাজনৈতিক দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করলেও সেটি অসহযোগ আন্দোলন ছিলো না। যদিও তখন আন্দোলনের এক পর্যায়ে দেশজুড়ে রাস্তাঘাট ও বন্দর পর্যন্ত অচল করে দিয়েছিলো আন্দোলনরত দলগুলো। তখন আন্দোলনের এক পর্যায়ে বিরোধী দলের দাবি মেনে নিয়েছিলো তখনকার বিএনপি সরকার এবং ৯৬ সালের পনেরই ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলবিহীন নির্বাচনের পর সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করেই ৩০শে মার্চে পদত্যাগ করেছিলেন খালেদা জিয়া। এদেশে অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিলো একাত্তর সালে। সেটা হয়েছিলো নেতৃত্ব ও জাতীয় ঐক্যের কারণে। কিন্তু বর্তমানের বাংলাদেশে ঐক্য নেই এবং পুরোপুরি বিভক্ত। এছাড়া বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকরাই অসহযোগের প্রস্তাবে কীভাবে সাড়া দেয় সেটিই হবে এখন দেখার বিষয়, বলছিলেন মি. আহমেদ। প্রসঙ্গত, গত ২৮শে অক্টোবরে মহাসমাবেশ পণ্ডের পর ২৯শে অক্টোবর হরতাল পালন করে বিএনপি। এরপর মাঝে ১২ দিন বিরতি দিয়ে দলটি ধারাবাহিকভাবে হরতাল অবরোধের কর্মসূচি পালন করে এসেছে দলটি। যদিও বাস্তবে সেসব কর্মসূচির খুব বেশি প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। যদিও দলের নেতারা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে নির্বাচনের প্রচারণা শুরুর দিন থেকেই আরও শক্ত কর্মসূচি যাবেন তারা এবং এর মূল উদ্দেশ্য হবে সাতই জানুয়ারির ভোট বর্জন করা। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে থাকা বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর নেতারা গত কয়েকদিন ধরে নির্বাচন প্রতিরোধের কথাও বিভিন্ন ভাবে বলে আসছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধের কথা না বললেও 'প্রশাসনের কর্মকর্তাকর্মচারীসহ সর্বস্তরের মানুষের' প্রতি ভোট বর্জনের আহবান জানালো দলটি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
21:12:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

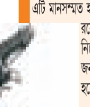

স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে ঈগল প্রতীকের জনপ্রিয়তার কারণ কী?

ঢাকা : বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক প্রার্থীই নিজেদের প্রতীক হিসেবে ঈগল বেছে নিয়েছেন। আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পাননি কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন এমন আলোচিত হেভিওয়েট প্রার্থীরাই ঈগল প্রতীকের দিকে ঝুঁকছেন বলেও আলোচনা রয়েছে। ঈগল প্রতীক পেয়েছেন এমন প্রার্থীরা অবশ্য বলছেন যে, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য যেসব প্রতীক রাখা হয়েছে তার মধ্যে এটি মানসম্মত হওয়ার কারণেই সেটি পছন্দ করেছেন তারা। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রার্থী রয়েছেন ১৮৯৫ জন। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন ৩৮২ জন। তাদের মধ্যে ১৫২ জন প্রার্থীই ঈগল প্রতীক বেছে নিয়েছেন। সিলেট বিভাগের ১৯টি আসনে মোট ১৭ জন প্রার্থী স্বতন্ত্র হিসেবে লড়ছেন। এর মধ্যে ঈগল প্রতীক পেয়েছেন সাত জন। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে হেভিওয়েট যেসব প্রার্থী রয়েছেন তাদের সবাই আওয়ামী লীগের নেতা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, সিলেটে ডা. ইহতেশামুল হক চৌধুরী, সরওয়ার হোসেন এবং আহমদ আল কবির। এরা সবাই আওয়ামী লীগেরও নেতা।

শয়তানের উপাসকদের সম্পর্কে আপনি আসলে কতটুকু জানেন?

বোস্টন (এজেন্সী) : যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের শহরতলীতে ম্যারিয়ট হোটেলে এ বছরের এপ্রিলে যে অনুষ্ঠান হয়েছে, সম্ভবত সেটি ছিল শয়তানের পূজারিদের সবচেয়ে বড় সম্মেলন।

শয়তানের উপাসনার আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য আলাদা করা ছিল একটি রুম, যেটিতে শুধু মোমবাতি জ্বলছিল। ঘরের এক কোনায় একটি বেদী আর মেঝেতে পেন্টাগনের চিহ্ন।

এখানে যে আনুষ্ঠানিকতা পালন হয় সেটিকে বলা হয় 'আনব্যাপ্টিসম', অর্থাৎ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার উল্টো প্রক্রিয়া।

শৈশবে ধর্মীয় দীক্ষা নেয়ার সময় যেসব রীতি পালন করতে হয়, এখানে অংশগ্রহণকারীরা সেই রীতিগুলো প্রতীকীভাবে বর্জন করার অনুষ্ঠান পালন করে।

আমাকে যিনি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তার একটাই শর্ত ছিল যে এখানকার কারো পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না।

এখানকার সবার পরনেই ছিল গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা কালো আলখাল্লা, মাথায় হুড আর কালো মুখোশ। সবার হাতই ছিল দড়ি দিয়ে বাঁধা, যা পরে খুলে ফেলা হয় 'মুক্তির' প্রতীক হিসেবে। বিভিন্ন জায়গায় বাইবেলের ছেঁড়া পাতা রেখে বোঝানো হয়েছে খ্রিস্টধর্ম থেকে বের হয়ে আসার শপথ।

সমকামী সমর্থক , ধর্মবিরোধী আর বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী
বোঝাই যাচ্ছিল যে উপস্থিত মানুষের জন্য পুরো অভিজ্ঞতাটা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

সমকামী হয়ে বড় হওয়ার পদে পদে আমি শুনেছি যে আমি কতটা ঘৃণ্য একজন মানুষ। এটা সবসময় আমার মানসিকতাকে দারুণভাবে আঘাত করেছে। এই শয়তানের মন্দির আমাকে যুক্তি আর সহমর্মিতা খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে।

'স্যাটানিক টেম্পল' বা শয়তানের মন্দিরকে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া আর আমেরিকায় এর প্রতিনিধিও রয়েছে।

এপ্রিলের শেষদিকে হওয়া এই সম্মেলনের টিকেট কিনেছিল ৮৩০ জন। এই আয়োজনের নাম দেয়া হয়েছিল 'স্যাটান কন।'

এখানে আসা সদস্যরা বলছিলেন যে তারা আসলে নরক থেকে আসা 'লুসিফার' বা শয়তানের ওপর আসলে বিশ্বাস করেন না।

তাদের কাছে, শয়তান একটি প্রতীক, যার মাধ্যমে কর্তৃত্বকে, ধর্মকে প্রশ্ন করার বিষয়টি তুলে ধরা হয় এবং সবকিছুর পেছনে বিজ্ঞানের যুক্তির কথা বলা হয়। এখানে আসা মানুষের এই বিশ্বাসই তাদের ধর্মের ভিত্তি, বলছিলেন তারা।

কারো নামকরণের সময় বা বিয়ে হলে তারা ধর্মীয় চিহ্নের বদলে শয়তানের চিহ্নকে পবিত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

অনেক সময় তারা উল্টো ক্রুশও ব্যবহার করে। তখন তারা কখনো কখনো 'শয়তানের জয় হোক' বলে সমস্বরে এর উদযাপন করে থাকে।

অনেক খ্রিস্টানের কাছেই এটি গুরুতর ধর্মবিরোধিতা বা ব্লাসফেমি।

শয়তানের মন্দিরের একজন মুখপাত্র ডেক্সের মতে তাদের ধারণা খুব একটা ভুল নয়।

আমাদের অনেক কার্যক্রমই বৈশিষ্টগতভাবে ধর্মবিরোধী।

আমাদের অনেকে উল্টো ক্রুশ পড়ে। আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাইবেল ছেঁড়া হয়, যার মাধ্যমে সমকামী ও নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, নিপীড়নের প্রতিবাদ বোঝানো হয়।

আর যারাই কোনো না কোনো ধরনের ধর্মীয় ট্রমা নিয়ে বড় হয়েছে, তাদের প্রতিও সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয় এখানে।

এখানকার শয়তানের উপাসকরা বলেন, তারা প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম পালনের অধিকারকে সম্মান করেন। কারো মনে আঘাত দেয়া তাদের উদ্দেশ্য নয়।

তবে হোটেলের বাইরে বিভিন্ন মতবাদের খ্রিস্টানদের উপস্থিতিও ছিল লক্ষ্যনীয়। তাদের হাতে ছিল নানা ধরণের ব্যানার, যেখানে অভিশাপ বাক্য আর ঈশ্বরের শাস্তির বাণী লেখা থাকতে দেখা যায়।

তাদের মধ্যে একজন বলছিলেন, অনুতপ্ত হও আর ঈশ্বরের বাণীতে বিশ্বাস কর।

আরেকজনের দাবি, শয়তান শুধু সমকামীদের জন্যই ঈশ্বরস্বরূপ।

রক্ষণশীল ক্যাথলিক একটি গ্রুপের সদস্য মাইকেল শিভলার বলছিলেন, আমরা ঈশ্বরকে বোঝাতে চাই যে এমন ধর্মবিরোধিতা আমরা মেনে নেবো না। শয়তানের পূজারিদের জন্য ক্যাথলিকরা কোনো জায়গা ছেড়ে দেবে না।

সম্মেলনে আসা শয়তানের উপাসকরা হোটেলের ভেতরে যাওয়ার সময় এই বিক্ষোভকারীদের দেখলেও তাদের সম্পর্কে হাসি ঠাট্টাই করতে দেখা গেল তাদের।

রাজনৈতিক সক্রিয়তা

স্যাটানিক টেম্পলের একটি অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ রাজনৈতিক সক্রিয়তা।

তারা বিশ্বাস করে, ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা রাখা উচিত। এই লক্ষ্যে তারা প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আদালতে মামলাও করে থাকে।

এই ক্ষেত্রে তাদের দাবিটা গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেকাংশে যে।ক্তিক হলেও অনেক সময়ই তাদের কার্যক্রম হাস্যরসের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

যেমন, ওকলাহোমা রাজ্যের ক্যাপিটল স্কয়ারে যখন বাইবেলের টেন কমান্ডমেন্টের স্ট্যাচু বানানো হয়, তখন তারা একটি আট ফিট লম্বা শয়তানের মূর্তিও সেখানে বসানোর দাবি তোলে।

যুক্তি হিসেবে তারা যুক্তরাষ্টের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর উল্লেখ করে, যেখানে সব ধর্মকে সমানভাবে দেখার কথা বলা হয়েছে।

আদালতে লড়াইয়ের পর সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত টেন কমান্ডমেন্টের স্ট্যাচু সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

এই মন্দির গর্ভপাতের পক্ষেও বেশ সোচ্চার। তারা বলেন, সবারই নিজের শরীরের ওপর পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত।

এ বছরের শুরুতে নিউ মেক্সিকোতে তারা একটি অনলাইন ক্লিনিকও খোলেন যেখান থেকে অনলাইনে গর্ভপাতের বড়ি সরবরাহ করা হয়।

তাদের আরেকটি প্রকল্প বেশ আলোড়ন তৈরি করেছিল, সেটি হল 'স্কুল পরবর্তী শয়তান ক্লাব।'

এই প্রকল্পের স্লোগান ছিল, 'শয়তানের সাথে শিক্ষা।'

তাদের এই স্কুল পরবর্তী ক্লাব মূলত কমিউনিটি সেবার জন্য নিযোজিত বলে তাদের দাবি।

এই ক্লাবে শিশুদের জন্য যে গান রয়েছে, সেই গানের কয়েকটি লাইন এমন,শয়তান দুষ্ট কেউ নয়, সে শেখাতে ও প্রশ্ন করাতে চায়। সে চায় তোমরা ফুর্তি কর ও নিজেদের মত থাকো। আর নরক বলে কিছু নেই।

শয়তান তোমাকে ভালোবাসে

আমার মনে হয় আমি সবসময় শয়তানের সমর্থকই ছিলাম। এতদিন আমি শুধু এটা জানতাম না, বলছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসা আরাসেলি রোহাস।

তিনি বলছিলেন যে এই মন্দির সম্পর্কে তিনি প্রথমবার জানতে পারেন ২০২০ সালে, টিকটকের মাধ্যমে।

প্রথম যখন আমি এটি দেখি, তখন একটু ভয় পেয়েছিলাম। আমি শুধু নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম যে তারা শিশুদের বলি দেয় না।

পরে যখন তাদের সংস্কৃতি জানা শুরু করলাম ও বৈঠকে যোগ দেয়া শুরু করলাম, তখন দেখলাম যে তারা আসলে ভালো মানুষ।

স্যাটানিক টেম্পল বলছে যে গত কয়েক বছরে তাদের সদস্য সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে।

কয়েক বছর আগে ২০১৯ সালেও যেখানে তাদের সদস্য ছিল আনুমানিক ১০ হাজার, সেখান থেকে এখন সাত লাখেরও বেশি মানুষ তাদের সাথে আছেন বলে দাবি তাদের।

বোস্টনের সম্মেলনে যারা গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী থেকে শুরু করে সার্কাসের পারফর্মারও রয়েছেন। এদের অনেকেই এলজিবিটিকিউ কমিউনিটির সদস্য।

আবার অনেকেই আছেন, যারা খ্রিস্টানদের সাথে বিবাহিত।

স্যাটানিক টেম্পলের সহ প্রতিষ্ঠাতা লুসিয়ান গ্রিভস যখন এই অনুষ্ঠানে প্রবেশ করেন তখন তার সাথে কয়েকজন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী ছিল।

গ্রিভস (পরিবর্তিত নাম) প্রায় এক দশক আগে তার এক বন্ধু ম্যালকম জ্যারিকে (পরিবর্তিত নাম) নিয়ে এই সংগঠনটি তৈরি করেন।

ধর্মীয় বন্ধন থেকে মুক্তি ও খ্রিস্টান ধর্মের রীতিনীতিকে আইনের সাথে জুড়ে দেয়া বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই সংগঠন তৈরি করেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমগুলো প্রায়ই এই সংগঠনকে খ্যাতি লোভী, তামাশার আশ্রয় নেয়া একটি দল হিসেবে উপস্থাপন করে। সংগঠনটি অবশ্য সবসময়ই এর কঠোর বিরোধিতা করে থাকে।

আমাদের ইমেজের কারণে মানুষ সবসময়ই আমাদের কথা মানতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা সবসময়ই সরাসরি কথা বলি।

কোনো মন্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য বা গুরুত্বপূর্ণ হতে হলে যে তা সংযত ও হাস্যরস ছাড়া গম্ভীর হতে হবে, এই ধারণাটিকেই আমরা প্রত্যাখ্যান করি, বলছিলেন গ্রিভস।

এই সংগঠনের অনেক সদস্যই জনসম্মুখে স্বীকার করতে পারেন না যে তারা এর সাথে যুক্ত। তারা মনে করেন এর ফলে তাদের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে হতে পারে।

যেসব সদস্য জনসম্মুখে এটি স্বীকার করেছেন, তাদের অনেকেই চাকরি হারিয়েছেন, আদালতে নিজেদের সন্তানের হেফাজতের মামলা হেরেছেন, এমনকি নিজেদের গাড়ির নীচে বোমাও আবিষ্কার করেছেন।

স্যাটান কন চলাকালীন সময়েই সংগঠনের ধর্মীয় প্রজনন অধিকার ক্যাম্পেইনের মুখপাত্র চার্লি ব্লাইথ অনলাইনে হয়রানির শিকার হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাইবেলের পাতা ছেঁড়ার একটি ভিডিও প্রকাশ হলে তাকে অনলাইনে আক্রমণ করা হয়।

এর আগে ২০১৬ সালেও এক বন্দুকধারী তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার বাড়ি পর্যন্ত হাজির হয়েছিল।

তবে মিজ. ব্লাইথ এই ধরনের হয়রানি ভোগ করতে গর্ব বোধ করেন।

তিনি বলছিলেন, আমার শত্রুরা যদি এমন অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসী মনোভাবের হয়ে থাকে যারা আমার অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়, তাহলে আমি এমন শত্রু পেয়ে গর্বিত।

আর এই গোষ্ঠীর মানুষ ভিন্নভাবে চিন্তা করে বলেই এদের সাথে যোগ দিয়েছেন টাইফন নিক্স। তিনি বলছিলেন যে তিনি সম্প্রতি নাস্তিক থেকে শয়তানের উপাসক হয়েছেন।

যারা সবার চোখে অপাঙক্তেয়, যারা ভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারে - শয়তান তাদের প্রতিনিধিত্ব করে, বলছিলেন মি. নিক্স।

আমি বা আমার বন্ধুরা কখনো খ্রিস্টানদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত ছিলাম না। শয়তানের আকর্ষণটা হল, সে সবাইকে গ্রহণ করে নেয়, সে এমন একজন যার সাথে আমি নিজেকে মেলাতে পারি।

যদিও শয়তান বলে যে কেউ আছে তা আমি বিশ্বাস করি না।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কলোরাডোতে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী): যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের বিদ্রোহ বিষয়ক একটি ধারার প্রয়োগ করে বলেছে, ওই রাজ্যে আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প যোগ্য হবেন না। আদালত যে রুল জারি করেছে তার মর্মার্থ হলো মি. ট্রাম্প ওই রাজ্যের জন্য আর প্রার্থী হবার যোগ্য নন। আদালতে সাতজন বিচারকের মধ্যে চারজন এই রায়ের পক্ষে মত দিয়েছেন, তিনজন বিপক্ষে।

কোন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণার জন্য দেশটির সংবিধানের বিধান দেশটির ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো প্রয়োগ করা হলো।

অবশ্য আরও কয়েকটি রাজ্যের ব্যালট পেপার থেকে মি. ট্রাম্পের নাম বাদ দেয়ার উদ্যোগ আগেও নেয়া হয়েছিলো কিন্তু সেগুলো সফল হয়নি। কলোরাডো রাজ্য সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার যে সিদ্ধান্ত নিলো তা নিয়ে আগামী মাসে আপিল শুনানি হতে পারে। তবে কলোরাডোর বাইরে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না।

রাজ্যের শীর্ষ আদালত তার রুলিং এ লিখেছে, আমরা হালকাভাবে এ উপসংহারে আসিনি। আমরা এর মাত্রা ও আমাদের দিকে আসা প্রশ্নগুলোর ওজন সম্পর্কে সচেতন ছিলাম।

মানুষের প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা না করে আইন আমাদের যে ম্যান্ডেট দিয়েছে সেটি এবং ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে আইনের প্রয়োগের পবিত্র দায়িত্ব প্রয়োগে আমরা সচেতন ছিলাম।

এর আগে কলোরাডোর একজন বিচারক এ বিষয়ে যেই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন তার উল্টো সিদ্ধান্তই নিলো রাজ্য সুপ্রিম কোর্ট।

ওই বিচারক তখন তার নির্দেশে বলেছিলেন ১৪তম সংশোধনীর বিদ্রোহ বিষয়ক ধারাটি প্রেসিডেন্টদের বিষয়ে প্রয়োগযোগ্য নয়, কারণ ওই ধারায় কারও নাম উল্লেখ নেই।

যদিও সেই একই নিম্ন আদালত ২০২১ সালের দাঙ্গায় মি. ট্রাম্প বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন বলে প্রমাণ পেয়েছিলো। মি. ট্রাম্পের অনুসারীরা সেদিন কংগ্রেস ভবনে হামলা করেছিলো। ওই সময় আইন প্রণেতারা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্বাচনের ফলকে আইনি স্বীকৃতি দেবার প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছিলেন।

কলোরাডো সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অবশ্য আগামী ৪ঠা জানুয়ারির আগে কার্যকর হবে না। রাজ্যের প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাইমারির ব্যালট ছাপানোর প্রায় কাছাকাছি সময় এটি।

মি. ট্রাম্পের প্রচার বিভাগের মুখপাত্র স্টিভেন চিয়াং আদালতের এই রায়কে 'ত্রুটিপূর্ণ' আখ্যায়িত করে বিচারকদের তীব্র সমালোচনা করেছেন, যারা সবাই ডেমোক্র্যাট গভর্নরের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত।

রাজ্যের ডেমোক্র্যাট দলীয় নেতারা মস্তিষ্ক বিকৃতিতে ভুগতে শুরু করেছেন, কারণ প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মি. ট্রাম্প জরিপগুলোতে এগিয়ে আছেন, বলছিলেন মি. চিয়াং।

তারা ব্যর্থ বাইডেনের প্রেসিডেন্সিতে আস্থা হারিয়ে এখন আগামী নভেম্বরের পরাজয় ঠেকাতে আমেরিকান ভোটারদের থামাতে চাইছে, তিনি বলেন।

মি. চিয়াং বলেন মি. ট্রাম্পের আইনজীবী দল শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে এ বিষয়ে আপিল করবেন।

তবে বিষয়টি যারা আদালতে এনেছিলো সেই সিটিজেনস ফল রেসপনসিবিলিটি এন্ড এথিকস ইন ওয়াশিংটন কলোরাডো রাজ্য আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে।

এটি শুধু ঐতিহাসিকই ও যৌক্তিকই নয়, বরং দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতকে সুরক্ষা দিতেও এটি প্রয়োজনীয় ছিলো, এক বিবৃতিতে বলছিলেন গ্রুপটি প্রেসিডেন্ট নোয়াহ বুকবিন্ডার।

এর আগে হ্যাম্পশায়ার, মিনেসোটা ও মিশিগানে একই ধরনের মামলা সফল হয়নি।

আমেরিকান সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী গৃহীত হয়েছিলো দেশটির গৃহযুদ্ধের পর। মূলত তখন আগের সরকারের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঠেকাতে এই সংশোধনীটি নেয়া হয়েছিলো।

কনফেডারেট প্রেসিডেন্ট জেফারসন ডেভিস ও তার ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যালেক্সান্ডার স্টিফেনস এর বিরুদ্ধে এটা প্রয়োগ করা হয়েছিলো।

মি. ট্রাম্প গত নির্বাচনে কলোরাডো রাজ্যে বড় ব্যবধান হেরেছিলেন। তবে আরও কোন রাজ্য যদি কলোরাডোর মতো সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য মি. ট্রাম্পের উদ্যোগ সমস্যায় পড়তে পারে।

কলোরাডোর আদালতে গত মাসে প্রায় এক সপ্তাহের বিচারকালে মি. ট্রাম্পের আইনজীবীরা বলেছিলেন মি. ট্রাম্প অযোগ্য হতে পারে না কারণ ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গার দায় তার নয়। কিন্তু আদালতের রুলিংয়ে বেশিরভাগ বিচারকই এর সাথে একমত হননি।

তারা বলেছেন ওই দাঙ্গার আগে মি. ট্রাম্প 'লড়াই করার জন্য তার সমর্থকদের আহবান জানিয়েছেন এবং তাতে তার সমর্থকরা সাড়া দিয়েছিলো।

রুলিংয়ে ভিন্নমত পোষণকারী বিচার কার্লোস স্যামোরের যুক্তি ছিলো 'যথাযথ আইন না মেনে কাউকে পাবলিক অফিসের অধিকার থেকে সরকার বঞ্চিত করতে পারে না'।

এমনকি আমরা যদি নিশ্চিতও হই যে একজন অতীতে ভয়াবহ কাজ করেছেন, তারপরেও বিদ্রোহের ক্ষেত্রে কাউকে অযোগ্য ঘোষণার আগে কিছু প্রক্রিয়াগত বিষয় আছে, তিনি লিখেছেন।

রিপাবলিকান আইন প্রণেতারাও আদালতের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। কংগ্রেস স্পিকার মাইক জনসন বলেছেন একে 'দলীয় পক্ষপাতমূলক আক্রমণ' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন, কোন ভোটারকে সাবেক প্রেসিডেঃটকে সমর্থন দেয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সঠিক নয়, যিনি প্রতিটি প্রাইমারি জরিপে এগিয়ে আছেন।

মি. ট্রাম্প এখন চারটি ফৌজদারি মামলা মোকাবেলা করছেন। এর মধ্যে একটি ফেডারেল ও আরেকটি জর্জিয়া রাজ্যের মামলা নির্বাচন সম্পর্কিত।